চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 256 Tuesday, 15 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৫৬ সংখ্যা ✱ ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

র‍্যাগিং-বিরোধী কমিটির নির্দেশিকার বাস্তবায়ন চেয়ে সোমবার একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সমাজ মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা এক পোস্ট নিয়ে খবর প্রকাশ হওয়ার পর হৈচৈ পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অস্বীকার করে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার হিমাচল প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টির ফলে প্রাণহানির ঘটনায় একটি টুইটবার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএলে খেলতে পারেননি শ্রেয়স। রাহুলের চোট লাগে আইপিএল খেলতে গিয়েই। তাঁরা এশিয়া কাপে ফিরতে পারেন বলে আভাস দিলেন দ্রাবিড়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আজ ১৫ই আগস্ট, ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ‘দুরন্ত বার্তা’ তরফ থেকে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের হার্দিক অভিনন্দন। আরও জানানো হচ্ছে যে আজ ‘দুরন্ত বার্তা’র সকল বিভাগ বন্ধ থাকার জন্য আগামী কাল ১৬.০৮.২০২৩ (বুধবার) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। ১৭.০৮.২০২৩ থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে।
-(সম্পাদক)

রাজধানীতে জারি হাই অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্টঃ ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস ঘিরে সাজো সাজো রব দেশে। স্বাধীনতা দিবসেই ভারতে হতে পারে জঙ্গি হামলা। এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা এবং জঈশ-ই-মহম্মদ ভারতে নাশকতার ছক কষছে এবং তাদের ‘প্রাথমিক নিশানা’ দিল্লি বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। তাই ১৪ অগস্ট, সোমবার থেকেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমগ্র রাজধানী। রেলস্টেশন সহ দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। এককথায়, ‘হাই অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে সমগ্র দিল্লিতে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সময়ই দিল্লিতে নাশকতা হামলার পরিকল্পনা করছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি।

যাদবপুর-কাণ্ড

রেজিস্ট্রারকে শোকজ মানবাধিকার কমিশনের, নোটিস রাজ্যকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গাড়ি থেকে নামতেই কার্যত তাঁকে ঘিরে প্রশ্ন করলেন সাংবাদিকরা। সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন ‘এতদিন কোথায় ছিলেন ম্যাডাম?’ কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর পাঁচদিন পরও দেখা মেলেনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুর। ফলত, সোমবার ক্যাম্পাসে ঢুকতেই সাংবাদিকদের একাধিক চোখা প্রশ্নের মুখে পড়তে হল তাঁকে। যদিও, স্নেহমঞ্জু বসু জানালেন তিনি ঘটনার আগের দিন থেকেই ছুটিতে ছিলেন। গত বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার। মৃত্যুর ঘটনার পর উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে মাঠে নেমে পড়েছে ইউজিসি। আগামী বুধবার কেন্দ্রীয় অ্যান্টি র‍্যাগিং দল আসছে এ রাজ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে তারা। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি বৈঠকে বসে। তাতেই যোগ দিতে আসেন রেজিস্ট্রার। পড়ুয়ার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কার্যত কেঁদে ফেলেন তিনি। বলেন, ‘‘আমি অত্যন্ত মর্মাহত। সন্তান চলে যাওয়ার দুঃখ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না।’’ এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে গত মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) থেকে ছুটিতে ছিলেন তিনি। বুধবার রাত্রিবেলা ঘটে। তিনি বলেন, ‘‘ছুটিতে থাকার কারণে আমার ফোন বন্ধ ছিল। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। যেহেতু আমি অসুস্থ তাই ওনারা প্রথমে আমায় জানায়নি। পরে আমার সঙ্গে অফিসার, ডিন অব স্টুডেন্টের কথা হয়েছে। আমি বাড়ি থেকেই কাজ করছিলাম। প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে যাই কী করতে হবে। এমনকী আমার সঙ্গে দিল্লি অফিসারদেরও সঙ্গেও কথা হয়েছে।’’ এরপর আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। শুধু বললেন, ‘‘এর আগে ২০১৯-এ এই ঘটনা ঘটেছে। আর যেন কোনও সন্তানের এই পরিণতি না হয়। আমরা সব চেষ্টা করছি। অপরাধীরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায় তাই চাইছি।’’ এদিকে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় শিশু সুরক্ষা কমিশনের পর এবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে শোকজ করল তারা। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারকেও শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এর আগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছিল শিশু সুরক্ষা কমিশনও।

‘বাংলাকে ধমকানো, চমকানো যাবে না’

কন্যাশ্রী দিবসের মঞ্চে সরব মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ‘জয় ইন্ডিয়া’ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। সোমবার আলিপুরের ধনধান্য স্টেডিয়ামে কন্যাশ্রীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণের একেবারে শেষপর্বে সকলকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েই ‘জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা’র সঙ্গে ‘জয় ইন্ডিয়া’ও বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মেধা, বাংলাকে কেউ যেন থামাতে না পারে। চমকাতে না পারে।’’ কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্মলগ্ন থেকে এখনও অবধি বিশ্বের দরবারে এই প্রকল্প ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে বলে এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘আজ কন্যাশ্রী একটা ব্র্যান্ড। সারা বিশ্বের বুকে এই ব্র্যান্ডের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আমি বিশ্বাস করি এটা একদিন ইন্টারন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে হিসাবে সারা পৃথিবীতে উদযাপিত হবে। বিশ্বের যত দেশ সকলে প্রতিযোগিতায় ছিল। কন্যাশ্রী প্রথম হওয়ার পর গর্বে আমার বুকটা ভরে গিয়েছিল। আমি নেদারল্যান্ড যাই পুরস্কার নিতে। যেদিন এই প্রকল্প চালু করেছিলাম, একটা লোগো দরকার। একটা গরিব মেয়ের অবয়ব করে দিলাম নিজে হাতে। কন্যাশ্রী যে গানটা তোমরা শুনছ, গানটির লেখা এবং সুর দু’টোই আমার।’’ এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের

কন্যাশ্রীরা উপস্থিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সামনে একেবারে তাদের মতো করেই বক্তব্য রাখেন। উৎসাহ দেন প্রত্যেক পড়ুয়াকে। এই অঙ্কুরই যে আগামীর বটবৃক্ষ, সে কথাও বলতে শোনা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শ্রেষ্ঠাশ্রী’, ‘সর্বশ্রী’দের উদ্দেশে বলেন, ‘‘শুধু দেশের সেরা নও, তোমরা বিশ্বসেরা। আমি বিশ্বাস করি বিশ্বসেরা হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে তোমরা বাংলাকে তুলে নিয়ে যাবে। আর সেদিন গর্ব করে বলবে, আমি একজন কন্যাশ্রী। আমি কন্যাশ্রী থেকে এ জায়গায় এসেছি।’’ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যে কন্যাশ্রী দিবস পালিত হয়। এদিন সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পড়ুয়াদের স্মরণ করিয়ে দেন, দেশমাতৃকার স্বাধীনতায় বাংলার বীরসন্তানদের বীরগাঁথা। মমতা বলেন, ‘‘স্বাধীনতার লড়াই বাংলা থেকে হয়েছিল। আন্দামান জেলে যতজনের নাম আছে, তার মধ্যে ৯০ শতাংশ বাংলার নাম। এরপরই পঞ্জাব। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা সকলেরই জানা। বাংলা যে সংহতির পীঠস্থান, একথাও এদিন বলতে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁর পরামর্শ, মাঝেমধ্যে পড়ুয়াদের নিয়ে আলিপুর মিউজিয়ামে ঘুরিয়ে আনুন। তবে এদিনের মঞ্চে মমতার ‘জয় ইন্ডিয়া’ ধ্বনি নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার বিরোধী একাধিক রাজনৈতিক দল এক ছাতার তলায় এসে যে ‘জোট’ তৈরি করেছে, তার নাম ‘আইএনডিআইএ’ আর এই ‘ইন্ডিয়া’র গুরুত্বপূর্ণ শরিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল। তিনি নিজে এই ‘ইন্ডিয়া’র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ। বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে তাঁকে বলতেও শোনা গিয়েছে। তবে সোমবার কন্যাশ্রীর মঞ্চে তাঁর ‘জয় ইন্ডিয়া’ ধ্বনি দেশের জন্য জয়ধ্বনি নাকি জোটের জয়ধ্বনি তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

যাদবপুর এখন আতঙ্কপুর! বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মার্কসবাদীদের’ দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘‘ওখানে কটা আগমার্কা সিপিএম আছে। তারা মনে করে, নতুন ছেলেমেয়েরা গ্রামবাংলা থেকে এলে তাদের উপর অত্যাচার করা তাদের অধিকার।’’ যাদবপুরে মৃত ছাত্রের নাম মুখে না আনলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এমন অত্যাচার করছে যে জামা কাপড় পর্যন্ত খুলে নিচ্ছে। তার পর গামছা পরিয়ে দিচ্ছে। জানি না গামছা মনে হয় মৃত্যুর পর পরানো হয়েছিল।’’ সোমবার, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক সন্ধেয় বেহালায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতায় এ কথা সেকথার পর যাদবপুরের প্রসঙ্গে টেনে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘যাদবপুরের ছেলেটির উপর অত্যাচার করতে করতে ওকে মেরে ফেলল! ওর বাবাকে ফোন করেছিলাম। ওর বাবা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলছিলেন, দিদি আমি ভেবেছিলাম কালকেই যাব। ছেলেটা বলছিল, বাবা আমার উপর অত্যাচার করছে। কিন্তু আমি যাওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে গেল! ওরা আমার ছেলের উপর অত্যাচার করে উপর থেকে ছুড়ে ফেলেছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘ওখানে পুলিশ ঢুকতে দেয় না, সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। একটা আতঙ্কপুর হয়ে গেছে। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি দুঃখিত, আমি স্তম্ভিত, আমি মর্মাহত।’’ এদিন মমতা বলেন, ‘‘আমি সব জায়গায় গেলেও যাদবপুরে যেতে চাই না। কারণ পড়াশুনায় ভাল হলেই কেউ ভাল হলে মানুষ হয়ে যায় না।’’

নেপালে ধুমধাম করে পালিত হল ভারতীয় উৎসব

কাঠমাণ্ডু, ১৪ আগস্ট ঃ নেপালে ভারতীয় দূতাবাসে 'ভারত মহোৎসব' অত্যন্ত আড়ম্বরে পালিত হল।সোমবার নেপালে বসবাসরত ভারতীয়দের সংগঠন ইন্ডিয়ান সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন অফ নেপাল (আইসিএএন) এবং ভারতীয় দূতাবাস যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হয় বলে জানা গিয়েছে।ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দূতাবাসের প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসবে প্রায় ২,৫০০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবে অংশ নিতে ভারত থেকে আসেন গায়ক হেমন্ত ব্রিজবাসী। তাঁর গান সকলকে মুগ্ধ করে। কাঠমাণ্ডুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ডিএভি স্কুল এবং মডার্ন ইন্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনাও ভারত মহোৎসবের আকর্ষণ ছিল। আইসিএএন গত চার বছর ধরে নেপালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন (ডিসিএম) প্রসন্ন শ্রীবাস্তব বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের উৎসবের আয়োজন এখানে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।

শাহ 'হর ঘর তিরাঙ্গা' অভিযানের অধীনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সহকারিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সোমবার 'হর ঘর তিরঙ্গা' প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে নয়াদিল্লিতে তাঁর বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, পতাকার সঙ্গে তিনি সেলফিও তুলে সেটি শেয়ার করেছেন।অমিত শাহ টুইট করে লেখেন, ' দিবসের আগে আকাশে কোটি কোটি জাতীয় পতাকা উড়ছে, পতাকাগুলি দেশের ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার প্রতীক। এই প্রতীকটি ভারতকে আবার মহান করে তুলবে'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশ জুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' -র প্রচার চালাচ্ছে।সেই পদক্ষেপে তিনি ভারতের সকল নাগরিককে তাদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে harghartiranga.com-এ আপলোড করার জন্য অনুরোধ করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সবাইকে তাদের সহ নাগরিকদের নিয়ে একসঙ্গে এই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন।

বাংলাদেশে জাতিরজনকে হত্যা ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায় রচনাকরেছিল ঘাতকরা ১৫ আগস্ট

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা(বাংলাদেশ)ঃ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকের দিন। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ একই সূত্রে গাঁথা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে।পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল,তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতির অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। ১৫ আগস্ট শোকার্ত বাণী পাঠের দিন,স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাতবার্ষিকী।সেই কালো রাতে শহীদ হয়েছিলেন যারা১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ঘাতকের হাতে নিহত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা,পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল,শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, জামালের স্ত্রী রোজী জামাল,বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের,এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ,প্রায় একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি,তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি,বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াতের বাসায় হামলা করে সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত এবং আমির হোসেন আমু'র খালাতো ভাই আবদুল নঈম খান রিন্টুকে হত্যা করে। জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে সকল শহীদকে।বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনিই। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে,ততদিন অমর তিনি। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসক শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই চিরঞ্জীব তিনি এ জাতির চেতনায়। বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন,এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ,গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে বাংলাদেশের সংবিধানও প্রণয়ন করেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শোষক আর শোষিতে বিভক্ত সেদিনের বিশ্বব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের পক্ষে।পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার যে ডাক দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। সেদিন তাঁর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত ' সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই অমর আহ্বানেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিপীড়িত কোটি বাঙালি। সেই মন্ত্রপূত ঘোষণায় বাঙালি হয়ে উঠেছিল লড়াকু এক বীরের জাতি।আবার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠেই জাতি শুনেছিল মহান স্বাধীনতার অমর ঘোষণা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ওই রাতে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তাকে বন্দি থাকতে হয় পাকিস্তানের কারাগারে। তার আহ্বানেই চলে মুক্তিযুদ্ধ। বন্দিদশায় মৃত্যুর খবর মাথায় ঝুললেও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করেননি অকুতোভয় এ মহান নেতা। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। বীরের বেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু।দেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি দেশের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেন বঙ্গবন্ধু। দেশগড়ার এই সংগ্রামে চলার পথে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার দেশের মানুষ কখনও তার ত্যাগ ও অবদানকে ভুলে যাবে না। অকৃতজ্ঞ হবে না। নবগঠিত স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু তাই সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের সাধারণ বাড়িটিতেই বাস করতেন।মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে।১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে

লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় মোতায়েন ১০ হাজার পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ চিরাচরিত প্রথা মেনে ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । তাই দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে আটোসাটো । ১০ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন থাকবে লাল কেল্লার চারপাশে। বসানো হয়েছে ১০০০ ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরা , অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম । দুই বছর পর এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কোনও কোভিডবিধি থাকছে না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লালকেল্লায় অভ্যর্থনা জানাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী গিরিধর আরামেন। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানাবেন ভারতের তিন বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ বাহিনী। প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেবেন দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও দিল্লি পুলিশের একজন করে অফিসার এবং ২৫ জন করে সেনা-কর্মী। অন্যদিকে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে একজন আধিকারিক ও ২৪ জন সেনা-কর্মী থাকবেন বিশেষ টিমটিতে। প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানানোর প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। গার্ড অফ অনার অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মেজর বিকাশ সাঙ্গোয়ান। ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে আবার পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমে মেজর হন্দ্রজি সচিন, এম ভি রাহুল রমন এবং স্কোয়াড্রন লিডার আকাশ গঙ্ঘাস। দিল্লি পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব তথা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডিশনাল ডিসিপি সন্ধ্যা স্বামী।স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) দীপেন্দ্র পাঠক জানান, সম্প্রতিই হরিয়ানার নুহ ও মণিপুরে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা মাথায় রেখে আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবার প্রযুক্তির ব্যবহার করছে দিল্লি পুলিশ। প্রায় ১ হাজার ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরা ও ভিডিয়ো অ্যানালিটিক সিস্টেম বসানো হয়েছে। লালকেল্লায় বসানো হয়েছে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম। সন্ত্রাসবাদী হামলা রুখতে এয়ার ডিফেন্স গান, স্নাইপার, এলিট সোয়াট কম্যান্ডো ও শার্পশুটার মোতায়েন থাকবে লালকেল্লার বিভিন্ন অংশে। লালকেল্লার সামনে জ্ঞান পথ থেকে গোটা চত্বর ফুলের সাজে ও জি-২০ পোস্টারে সাজিয়ে তোলা হবে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে ১,৮০০ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়া গেট, বিজয় চক, নয়াদিল্লি রেল স্টেশন, প্রগতি ময়দান, রাজঘাট, জামা মসজিদ মেট্রো স্টেশন, রাজীব চক মেট্রো স্টেশন, দিল্লি গেট মেট্রো স্টেশন, আইটিও মেট্রো গেট, নওবতখানা এবং শীষগঞ্জ গুরুদ্বার সহ ১২টি বিভিন্ন স্থানে সেলফি পয়েন্টেরও ব্যবস্থা থাকছে। এই সেলফি পয়েন্ট গুলি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির আদলে তৈরি করা হয়েছে।

দুস্কৃতীদের গুলিতে নিহত বিজেপি নেতা রাজেন্দ্র সাহু

রাঁচি, ১৪ আগস্ট ঃ দুস্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর আহত বিজেপি নেতা ও কয়লা ব্যবসায়ী রাজেন্দ্র সাহুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে মেডিকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থান মারা যান তিনি।১২ আগস্ট লাতেহার জেলার বালুমাথে দুস্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন রাজেন্দ্র সাহু । তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেডিকায় ভর্তি করা হয়েছিল। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বালুমাথ বন্ধ রাখা হয়। পুলিশ এখন পর্যন্ত রাজেন্দ্র সাহুর খুনিদের ধরতে পারেনি।

শহর কলকাতায় ইমিউনোথেরাপিতে ক্যান্সার সারিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন ডাঃ জামাল এ খান

কলকাতা,১৪আগষ্টঃপুনেতে থাকেন বছর ৪১ এর করুণা পান্ডে। যিনি দীর্ঘদিন ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে ভুগছিলেন, তাব। তাব। চিকিৎসকরা ক্যান্সার সারাতে ব্যর্থ হন। তারপর গত এক মাস আগে কলকাতার বাইপাসে বিশিষ্ট ইমিউনোথেরাপিস্ট ডাক্তার জামাল এ খানের চিকিসাধীন রয়েছেন। এখন তিনি অনেকটাই ভালো।প্রসাব ও পায়খানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন চিকিৎসক বলেছিলেন তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তার পরিবারও সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এই সময় তারা বিশিষ্ট ইমিউনোথেরাপিস্ট ডাক্তার জামাল এ খানের সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর ডেনভ্যাক্স ক্লিনিকে ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করেন । খুব দ্রুত ভালো ফল পান। করুনা পান্ডের মেয়ে নেহা পান্ডে বলেন,যখন অন্যান্য চিকিৎসকরা আশা ছেড়ে দেন তখন ডাঃ খানের চিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন তার মা। আজ এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল এবং আজ আমাদের ঘরে সুখ ফিরে এসেছে। আমি এবং আমার পরিবার খুব খুশি। আমি যখন পুনে ছেড়েছি, তখন ভাবিনি যে আমার মা সুস্থ হতে পারবে। এখন মা খাওয়া-দাওয়াও করছে। এর জন্য আমি ডাঃ জামাল এ খানকে ধন্যবাদ জানাই। যখন আমরা সকল ডাক্তারের কথায় হতাশ হয়েছিলাম, সেখানে ডাঃ জামাল এ খান আমার মাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।করুনা পান্ডের মতোই ছত্রিশগ।রে বাসিন্দা বছর ৩৮ এর নবীন পাল দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন।তিনিও বাঁচার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। যখন বিভিন্ন চিকিৎসার পর চিকিৎসকেরা কোনো রকম আশা দিতে পারেননি তখন ডাঃ জামাল এ. খানের ডেনভ্যাক্সে ক্লিনিকে চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি বলেন,'এখন আমি একদম ভালো আছি। আমি কখনই ভাবিনি যে আমি ভালো থাকব। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, যারা এখানে-সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা ডাঃ জামাল এ. খানের ক্লিনিকে এসে একবার দেখান । অনেক ভালো থাকবেন।ডক্টর জামাল এ খান বলেন,ইমিউনোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা যেকোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেও দূরে রাখে। তিনি একজন সফল ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি বিশেষজ্ঞ এবং ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করছেন। এই পদ্ধতিতে, পরীক্ষাগারে রোগীর রক্তকণিকার মূল ভিত্তি পরিবর্তন করা হয় এবং পরিবর্তিত রক্ত কণিকা ফিরে গিয়ে ক্যান্সার কোষের সাথে লড়াই করতে সক্ষম হয়। ডক্টর খান জানান, এই আবিষ্কারের জন্য তাঁর শিক্ষককে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। খুব কম লোকই আছে যাদের এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা যায়। এই কারণেই ডাঃ খান সারা ভারতে তার ক্লিনিক প্রসারিত করেছেন যাতে তার রোগীরা প্রতিটি রাজ্যে এর সুবিধা নিতে পারে। ডক্টর খান উন্নত দেশে তার কাজ করার অনেক সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ধরনের সব সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে 'আমি কেবল আমার দেশটিকেই সেরা বলে মনে করি এবং এখানে থাকা এবং আমার দেশবাসীর সেবা করাকে আমি আমার লক্ষ্য ও কর্তব্য মনে করি।

হাওয়াইয়ে ভয়াবহ দাবানলে মৃত বেড়ে ৯৩

হনলুলু, ১৪ আগস্ট ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত হাওয়াই প্রদেশের মাউইতে জঙ্গলের দাবানল ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩। ঘরছাড়া কয়েক হাজার মানুষ।এটাই এই শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষের কাছে এখনও সরকারি সাহায্য পৌঁছায়নি। এতে জনগণ ক্ষুব্ধ। কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে শনিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৩ হয়েছে। এটি আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।হাওয়াইয়ের গভর্নর জোশ গ্রিন বলেছেন, পশ্চিম মাউইয়ের প্রায় ২,২০০ বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। মাউইতে বিদ্যুৎ নেই।তবে টানা পাঁচদিন পর অবশেষে লাহাইয়ানা শহরের আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের দাবি। আপাতত শহরের বাসিন্দাদের আর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেও প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।লাহাইয়ানায় ১২ হাজারের বেশি ঘর, হাওয়াইয়ের প্রাক্তন রাজপরিবারের বাড়ি-সহ হোটেল, রেস্টুরেন্ট ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এমনকি দেড়শো বছরের পুরানো একটি বটগাছ ছিল, যেটি পুজো করতেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেটিও পুড়ে গিয়েছে। তাই আপাতত শহরের আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও আতঙ্ক এখনও পিছু ছাড়েনি লাহাইয়ানার বাসিন্দাদের।

বাঁকুড়া বর্ষার প্রাক্কালে ডেঙ্গি মশা বাহিত রোগের প্রকোপ

বাঁকুড়া,১৪আগষ্টঃবাঁকুড়া বর্ষার প্রাক্কালে ডেঙ্গি মশা বাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। এই রোগ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায় হোল ডেঙ্গি মশার বংশ ধ্বংস করা। কিন্তু এই মশার বংশ ধ্বংস করার কাজটি বেশ জটিল। এই মশা ধ্বংস করার জন্য নানান উপায়ের অন্যতম উপায় হোল ঐ মশা জলাশয়ে ডিম পেড়ে বংশ বিস্তারের যে চেষ্টা করে ,জলাশয়ের সেই লার্ভা গুলোকে নষ্ট করা। জলাশয়ের লার্ভার নষ্ট করার জন্য গাপ্পি মাছের চাষ খুব সহজ পদ্ধতি। এই মাছ পুকুর , নর্দমার জলাশয়ের ডেঙ্গি লার্ভা গুলো খেয়ে ফেলে। সেই ভাবনাকে পাথেয় করে, জয়পুর ব্লকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ডেঙ্গি মশার বংশ ধ্বংস করার জন্য, জয়পুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায, সলদা পঞ্চায়েত এলাকার নালা নর্দমায.ও ছোট ডোবা বা পুকুরে গাপ্পি মাছ ছাড়া হোল। এই অনুষ্ঠানে এম.ও ডাক্তার মুন্সী আত্তিকুজ্জামান, সন্তু সেন এক্সিকিটিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট , সন্তু গোস্বামী ব্লক আসা ফেসিলেটার, সিনিয়ার সিস্টার চায়না দে ও সলদা গ্রাম পঞ্চাযেতের বিশ্বজি ব্যানার্জী সুপারভাইজার, V. B .D.C প্রকল্পের পদাধিকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি,১৪আগষ্টঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএসআইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি। এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

জেলা পরিষদের সভাপতি সহ সহ-সভাপতি এর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস

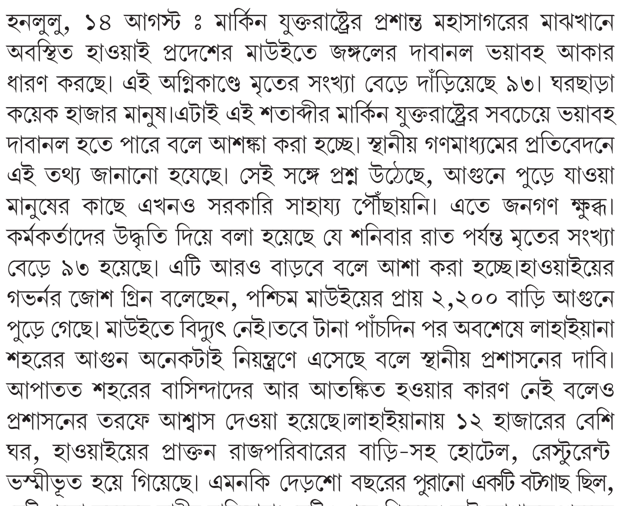

দক্ষিণ দিনাজপুর,১৪আগষ্টঃ স্বাধীনতা দিবসের একদিন আগেই দঃ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ সহকারী সভাপতির নাম ঘোষণা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে চিন্তামণি বাহা ও সহকারি সভাপতি হিসেবে অম্বিরেশ সরকার।এদিন বেলা ১১ টা নাগাদ জেলা পরিষদ ভবনে প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সহ জেলা পরিষদের সমস্ত বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সভাপতি সহ সহ-সভাপতির নাম ঘোষণা করে। ২১ আসন বিশিষ্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ১১ জনের স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে আগামী ২৪ শে আগস্ট এমনটাই সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ।

জোশীমঠের একাধিক জায়গায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ

জোশিমঠ, ১৪ জুলাই ঃ উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ ও আশেপাশের একাধিক এলাকায় মেঘ ভাঙা বষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবার রাতের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে গরুড় গঙ্গা লজ নদীর তীরবর্তী দুটি বাড়ি নদীতে ভেসে গেছে। পিপলকোটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে।গরুড় গঙ্গা পাখির বাসিন্দা ভুবনেশ জোশীর মতে, নদীতে রঞ্জিত সিং রানা, দারোয়ান সিং এবং ধন সিং-এর বাড়ি ভেসে গেছে। নগর পঞ্চায়েত পিপলকোটির বহু যানবাহন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। সেখানে এক ব্যক্তি ভেসে

সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু অনুপ্রবেশকারীর

চণ্ডীগড়, ১৪ আগস্ট ঃ পঞ্জাবের পাঠানকোটে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারি। বিষয়টি বিএসএফের নজরে আসতেই সতর্ক করা হয়। না থামায় এরপর গুলি চালানো হয় অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে। বিএসএফের গুলিতে এক অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়।সোমবার বিএসএফের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ পঞ্জাবের পাঠানকোটের সিম্বল সাকোল গ্রামের কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারী। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ বাহিনী দেখতে পেয়েই সতর্ক করে। কিন্তু তারপরও ওই অনুপ্রবেশকারী

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫আগস্টঃমঙ্গলবার, ২৯শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫আগস্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৯ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৯ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০১৯২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৭২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। শুভদিন।
বৃষভ রাশিঃআজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। শুভদিন।
মিথুন রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে
কর্কট রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
সিংহ রাশিঃভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে।
কন্যা রাশিঃস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল
তুলা রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাগুলি কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে-
বৃশ্চিক রাশিঃআনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে
ধনু রাশিঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ তা কেবল আপনিই জানেন-কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত হবে
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ থেকেই।
কুম্ভ রাশিঃআপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের
মীন রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক

শ্রাবণের শেষ সোমবারে কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়

দুরন্ত বার্তা, কোননগর, হুগলি, ১৪ আগস্ট ঃ রাজ্য তথা হুগলি জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে এক মাস ব্যাপী প্রায় কয়েক লক্ষ ভক্ত জল ঢালেন। শিবের এই জন্ম মাসে হুগলি জেলার বিভিন্ন শিব মন্দির গুলিতে শ্রাবণ মাসের সোমবার গুলিতে ভক্তদের ভিড় দেখার মত। এ বছর জেলার প্রত্যেকটা শিব মন্দিরে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। শ্রাবণের শেষ সোমবার হুগলি জেলার কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় বিশেষভাবে পরিলক্ষত হয়। শুধুমাত্র উত্তরপাড়া থানা এলাকারই নয় পাশাপাশি হুগলি জেলা, গঙ্গার ওপার থেকে আসা উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতা থেকে ও বহু ভক্তদের সমাগম হয় প্রতিবছর এই মাসে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের সমাগম খুব বেশি বলে জানালেন রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের মহারাজ ব্রহ্মচারী সচ্চিত

স্বরূপ, যা এলাকাবাসীর কাছে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। মন্দিরের উপমহারাজ ব্রহ্মচারী সঞ্জু দ্বিবেদী বলেন প্রতিদিন মন্দিরে , শিবলিঙ্গে তথা দেবাদীদেব মহাদেবের মাথায় ৩৩ কেজি করে দুধ দিয়ে বাবাকে স্নান করানো হয়। বাবার অভিষেক চলছে। তিনি আরো জানান শেষ সোমবারে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা ভক্তরা যাতে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য মন্দিরের পক্ষ থেকে ভলেন্টিয়ার রাখা হয়েছে। এছাড়া চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন সহযোগিতা করেছেন। শিব ঠাকুরকে পরমান্ন, নানা রকমের ফল, মিষ্টি দেওয়া হয় পূজোতে। শিবলিঙ্গ কে পঞ্চামৃত তথা দুধ, দই, ঘি, মধু, গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করিয়ে অভিষেক করানো হয়। ভোরে মন্দিরে মঙ্গল আরতি করা হয়। সন্ধ্যাতে সন্ধ্যা আরতি ও ভোজনের আয়োজন করা হয়। ৬৪ টি যোগিনী পূজা হয়। সঞ্জু দ্বিবেদি বলেন করনা পরিস্থিতিতে আমরা নিয়ম মেনে পূজা করেছি। বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় মন্দিরের পুরোহিতরা শিব পূজা করেন। পরমাংস গঙ্গা আশ্রম থেকে এসেছেন আচার্য্য শ্রী অরবিন্দ চৌবে তিনি পুজোয় সাহায্য করেন। মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী,দিন্ দয়াল গটানি, সুমন গটানি ইন্দ্রজিৎ ও দেবজিত মল্লিক এবং সৌমজিৎ মল্লিক, এছাড়া অযোধ্যা প্রসাদ সিং প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

হাওড়া জেলা গ্রামীনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহসভাপতি নির্বাচিত

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৪ আগস্ট ঃ হাওড়া জেলা গ্রামীন এলাকার একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহসভাপতি নির্বাচিত হলো। সোমবার উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক,সহ সভাপতি হলেন সাহানা মল্লিক, সভাপতি নির্বাচিত হবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, বিদায়ী হাওড়া জেলা পরিষদের সড় সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য , উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি,পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন ডা, আবুবকর মল্লিক,সহ সভাপতি হলেন মাম্পিয়া মল্লিক, আমতা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন মেহেবুব মল্লিক, সহসভাপতি হলেন পাপিয়া জাঠী। শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন মৃন্ময় মান্না,শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন শ্রীমতি কান্তা মান্না,সহ সভাপতি হলেন বিদায়ী হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নদেবাসী জানা, উলুবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন মালেখা খাতুন।

তন্তুজ ৭০ থেকে ২২০ টাকার মধ্যে শাড়ি বিক্রি করবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ আসন্ন শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে সরকারি বস্ত্র প্রতিষ্ঠান তন্তুজ সাধারণ মানুষের জন্য ৭০ থেকে ২২০ টাকার মধ্যে শাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে সংস্থার তরফে সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের কালনার একান্ন জন তাঁতির কাছ থেকে ১৮ লক্ষ বারো হাজার টাকার শাড়ি কেনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। অনলাইনেও এই শাড়ি পাওয়া যাবে।

নতুন করে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ ফের নতুন করে তৈরি হচ্ছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ২ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মুহূর্তে মৌসুমী অক্ষরেখা গোরক্ষপুর ও ভাগলপুর থেকে মালদা হয়ে.পূর্ব দিকে মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। সিকিম থেকে একটি অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে.উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের উপর তৈরি হবে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে সোমবার থেকে বাড়বে। দু এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের প্রায.সব জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিযা. বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম এই ৪ জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়তে পারে বুধবার। কলকাতার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৯৫ শতাংশ। ৮১ থেকে ৯৪ শতাংশ। আলিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।উত্তরবঙ্গের ২ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে সোমবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে গতকালের থেকে আজ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। ১৫ অগাস্টের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং এবং কালিম্পং এই দুই জেলাতে।

যাদবপুর নতুন কোন উজ্জ্বল সীমান্তের সন্ধান পাবে না ঃ প্রাক্তন উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ স্বপ্নদীপ! একটু তরঙ্গ তুলেছে। এমন গভীর বেদনার মধ্য থেকে যাদবপুর কি নতুন কোন উজ্জ্বল সীমান্তের সন্ধান পাবে? আমার উত্তর- না। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস। ‘যাদবপুর নিয়ে’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন, প্রতিষ্ঠা থেকেই এক রকম স্ববিরোধ ছিল। শিক্ষণরীতি ছিল মার্কিন প্রভাবিত, দেশে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তলানিতে নামছে তখন। ঢাকুরিয়া রেল গেট পার হলে কলোনি অঞ্চল। শিক্ষা এখানে চাকরি পাবার একমাত্র অবলম্বন। সান্ধ্য বিভাগ চালু হয় উদ্বাস্তুদের জীবিকার উন্নতির কথা মাথায় রেখে। পরে বাম রাজনীতি গেড়ে বসল। নকশালবাদের রক্ত নেশা ফেনিয়ে উঠল। এখনও স্ববিরোধ সবখানে। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাণ ঘুচে যায় ওপেন এয়ার থিয়েটারে বার্ষিক ইফতারে। হস্টেলে পাঁঠার মাংস হলে প্রকাশ্যে জবাই করে নিজেরা রান্না করে ধর্মপ্রাণ রা! তবু, বেশ কিছু যথার্থ ছাত্র ছাত্রী আসে। তাদের উদ্দেশ্য ক্যারিযার গড়া। ক্যাম্পাসিং হয়, চলে যায়। এক দেশ চেতনাহীন মূঢ় আলস্যের মধ্যে তাদের বৈভবের দিন কাটে। সমাজ প্রস্তুত নয়। শিক্ষা না, ঘুষ দেবার ক্ষমতা এরাজ্যে আজ জীবিকা প্রাপ্তির উপায়। বিদেশে প্রবাসে চাকরি ম্যানেজ করার জন্য দক্ষতা প্রতিভার চেয়ে বেশি দরকার হয় হৃদযহীন স্বার্থপরতা। এটা তো অধ্যাপকরা শেখাবেন না। যাদবপুরের 'বিপ্লবী'রা সব প্রবাসে বিদেশে চলে যাবার পর ফিরে তাকায় না প্রায়ই। মাঝখানে কিছুদিন হাওয়া বন্দুক আর পোস্টার, গণ সঙ্গীত বা তত্ত্ববিচার। অভিভাবকরাও তাই চান না কি?

লিলুয়া ডন বস্কো টেকনিক্যাল স্কুলে চাকরির মেলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ আগস্ট ঃ লিলুয়া ডন বস্কো টেকনিক্যাল স্কুলে চাকরির মেলা। যোগ্যতা অনুযায়ী মিলবে চাকরির সুযোগ। হাওড়ার লিলুয়া ডন বস্কো টেকনিক্যাল স্কুলের পক্ষ থেকে স্কুল প্রাঙ্গণেই চাকরির মেলার আয়োজন করা হলো। সোমবার এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সীমা ভৌমিক সহ স্কুলের ফাদার এবং শিক্ষকরা। এই মেলা থেকেই দেওয়া হবে চাকরি। প্রায. দু'শো জন পড়ুয়া ইন্টারভিউ দেবেন। এই মেলার মধ্যে মোট ১৫টি বেসরকারি কোম্পানি ইন্টারভিউ নেবেন এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যোগ্যদের চাকরি দেওয়া হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা পেল নতুন জেলা সভাধিপতি

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৪ আগস্ট ঃ টানা তিনবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা সভাধিপতি ছিলেন সামিমা শেখ। তবে এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটি তপশিলি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন নিলিমা মিস্ত্রী বিশাল। বাসন্তী ব্লকের চুনাখালির বাসিন্দা জেলা পরিষদের ১ নম্বর আসনের প্রার্থী নিলিমাই এবার সভাধিপতি। সহ সভাধিপতি হয়েছেন নামখানার শ্রীমন্ত মালি। সোমবার ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্র ভবনে জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থীরা নিলিমাকেই সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য জেলা পরিষদের প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছেন নিলিমা। এতদিন জেলা পরিষদের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবেই দায়িত্ব সামলেছেন, তবে এবার তিনি সভাধিপতি হওয়ায় খুশির হাওয়া বাসন্তীতে। নির্বাচিত হয়েই তিনি কাজে ঝাঁপাতে চান। সর্বোপরি সুন্দরবনের নদীবাঁধ মেরামতিতে গুরুত্ব দিতে চান। সরকারের নির্দেশ, দলের নির্দেশ এবং জেলা পরিষদের সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে রাজ্যের মধ্যে সেরা হিসেবে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য বলে জানান নিলিমা।

র‍্যাগিং-নির্দেশিকার বাস্তবায়ন চেয়ে মামলা দায়ের হাই কোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ র‍্যাগিং-বিরোধী কমিটির নির্দেশিকার বাস্তবায়ন চেয়ে সোমবার মামলা দায়ের করা হয়েছে হাই কোর্টে। মামলাকারীর আবেদন, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে ইউজিসি ওই কমিটির নির্দেশিকা মেনে চলার ব্যবস্থা করে, তা নিশ্চিত করা হোক। তবেই কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের দাপট কমবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মৃত্যুতে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। তার বিরুদ্ধে এ বার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার যাদবপুরকাণ্ডের সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা

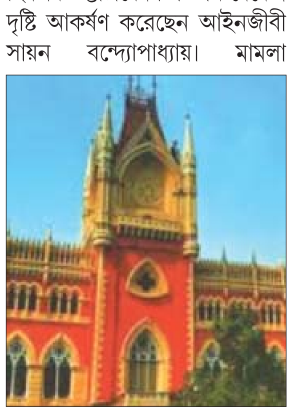

দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে গত বুধবার রাতে। ওই ছাত্র প্রধান হস্টেলের এ-২ ব্লকের তিন তলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যান। বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হস্টেলের তিন জন আবাসিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং এক জন প্রাক্তনী। তাঁদের আগামী ২২ তারিখ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদবপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইউনিভার্সিটি গ্র্যাঃট কমিশন (ইউজিসি)-এর প্রতিনিধি দল আসবে আগামী বুধবার। ইতিমধ্যেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস পালন

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১৪ আগস্ট ঃ সোমবার কন্যাশ্রী দিবস সারা পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষে কন্যাশ্রী দিবস পালন হলো তারই অঙ্গ হিসেবে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হলো। উত্তরপাড়া শহরের ১৬ টি স্কুলের ছাত্রীরা এই কন্যাশ্রী দিবস পালন করেন। এই উপলক্ষে পুরসভার গণভবনে একটি অনুষ্ঠান হয় এই অনুষ্ঠানে ১৬ টি স্কুলের ছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। এই দিনে ছাত্রীরা শপথ বাক্য পাঠ করলেন যে কোনভাবেই তারা স্কুল ড্রপ করবে না ভালোভাবে পড়াশোনা করবে নিজেরা স্বাবলম্বী হবে এবং নাবালিকা বিবাহ রুখবে এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করবে নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবে বাড়ির পরিবারকে দেখবে। সব ছাত্রীরা এই শপথ বাক্য নিলেন একযোগে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই মন্ত্র ছিল আজকে তাদের শপথ বাক্য এদিনে এই অনুষ্ঠানে ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রীরা একইসঙ্গে শপথ নিলেন ও তারা আবৃত্তি করলেন বেশ কিছু ছাত্রী আবৃত্তি করলেন। একই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব অর্ণব রায় মানসী সিংহ সহ কয়েকজন কাউন্সিলর। এই অনুষ্ঠানের পর কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে ১৬ টি স্কুলের ছাত্রীরা বড় ব্যানার নিয়ে প্লেকার্ড নিয়ে পদযাত্রা করে ও সাইকেল মিছিল করে শহরের এক কিলোমিটার এইভাবে পদযাত্রা ও সাইকেল মিছিল হয়। এই

প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে সোমবার কন্যাশ্রী দিবস পালন হয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। ১০ বছর পূর্ণ হল ছাত্রীরা এদিন শপথ নিল তারা এই স্কুল ড্রপ করবে না তারা ভালো করে পড়াশোনা করবে, নিজেরা স্বাবলম্বী হবে এবং কঠোরভাবে নাবালিকা বিবাহ রুখবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন এবং ছাত্রীদের আরো অনেক প্রকল্প আছে তারা সুযোগ পাচ্ছে এবং এখন স্কুল ড্রপ অনেক কমে গিয়েছে ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত হোক তাদের পরিবারকে দেখুক এটাই আমরা চাই এর ফলে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ হবে। ১৬ টি স্কুলের ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিল একটি অনুষ্ঠান হয. ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে পদযাত্রা সাইকেল মিছিল হয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন ছিলেন বেশ কিছু কাউন্সিলর।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলগুলো সর্বকালের সেরা ত্রৈমাসিক কর্মক্ষমতা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ ৩০ জুন ২০২৩-এ শেষ হওয়র ত্রৈমাসিকে সিনক্লেয়ার্স হোটেল লিমিটেড তাদের বার্ষিক আয় ২,১৮৩।০৩ লক্ষ টাকার অঙ্ক প্রকাশ করেছে, যা অনুরূপ ত্রৈমাসিকের ১,৮৬৮,০৮ থেকে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এই ত্রৈমাসিকে ইবিআইডিটিএ ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৮৭,০৭ লক্ষ টাকা হয়েছেয়েখানে করের আগে লাভ দাঁড়িয়েছে ১,১২৭,৩৪ লক্ষ টাকা। এই ত্রৈমাসিকে করের পরে লাভ ৪৮ শতাংশ বেড়ে ৮৪৭,৬৩ লক্ষ হয়েছে যা আগের বছরের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ছিল ৫৭২,৫৭ লক্ষ টাকা।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নামলো তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ১৪ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবার টাকী তে পথে নামলো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।সোমবার টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়।টাকী কলেজ থেকে শুরু করে টাকী ইছামতী নদীর পার হয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিন করে এই মিছিল।মিছিলে পা মেলান প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র ছাত্রী।মিছিল থেকে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত দের শাস্তির দাবির পাশাপাশি র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে সোচ্চার হয় ছাত্র ছাত্রীরা।

হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে আমিরুল ইসলাম, সহ সভাপতি এসকেন্দার গাজী

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ,১৪ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে, সাতাশ টি আসন বিশিষ্ট হাসনাবাদ পঞ্চাযেত্ সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃণমূল কংগ্রেস।। এই নিয়ে টানা তিনবার তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকলো হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি। পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ হাসনাবাদ ব্লকে উপস্থিত হন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থীরা। সরকারী আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে

নির্বাচিত হন আমিরুল ইসলাম গাজী। সহসভাপতি হলেন এসকেন্দার গাজী।উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি ভবনের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ও উদ্দীপনা বাড়তে থাকে। সভাপতি সহসভাপতি নির্বাচনের পরেই নবনির্বাচিত সভাপতি,সহসভাপতি কে মাল্যদানের মাধ্যমে সবুজ আবির মাখিয়ে বরণ করে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। আগামীদিনে জনহিতকর কাজের মাধ্যমে আরো বেশি করে মানুষের পাশে থাকাই তাদের লক্ষ জানান সভাপতি, সহ সভাপতি সহ বিধায়করা।

জয়নগরে যুব কংগ্রেস মহিলাদের দিয়ে পতাকা উত্তোলন করবে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ আগস্ট ঃ হরিয়ানা সহ গোটা দেশে নারী নির্যাতন ও মহিলাদের প্রতি চরম হেনস্থা করা হচ্ছে। যার প্রতিবাদ কংগ্রেস রাজপথ থেকে সংসদ সর্বত্র করছে। রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য বিরোধী নেতারা সংসদে এর প্রতিবাদ ও করেছেন।কিন্তু প্রধান মন্ত্রী সংসদ ভবনকে কৌতুক ভবন মনে করেন তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কৌতুকের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন,চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী।যা গোটা দেশের নারীদের

প্রতি অসম্মান।আর সে কারনে আরএসএস ও বিজেপির ঘৃনার মতবাদকে প্রতিহত করতে এবং সকল অত্যাচারিত, নিপীড়িত নারীদের প্রতি সম্মান এবারের স্বাধীনতা দিবসে গোটা ভারতবর্ষে যুব কংগ্রেস মহিলাদের দ্বারা পতাকা উত্তোলন করবে।সোমবার জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার সেখ।কিভাবে ১৫ ই অগাস্ট পালন করা হবে এদিন বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরলেন তিনি।

গ্রামীন এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৪ আগস্ট ঃ গ্রামীন এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আল হাবিব নিধি লিমিটেড, সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ইসলামিয়া ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। ২০২২সালে ১৪ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের কুলগাছিয়া মানিকপুরে আল হাবিব নিধি লিমিটেড ইসলামিয়া ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু হয়। প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবার জন্য ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন হয়,এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব ত্বহা সিদ্দিকী, এছাড়াও একবৎসরের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রথম বর্ষ উপলক্ষে ৬০০০গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। উল্লেখ্য আল হাবিব ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ প্রান্তিক সাধারণ পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাসুদে ঋনদান কর্মসূচি সফল ভাবে চালু করা হয়েছে বলে জানান সংস্থার ম্যানেজার সেখ সাবির আলী। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সংস্থার কর্ণধার সেখ রাহির আলী বলেন অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে আল হাবিব ব্যাঙ্কের পরিষেবা একবৎসর পূর্ণ হলো,এক বৎসরের মধ্যে ৬০০০ গ্রাহক ও তার মধ্যে প্রায় ৩০০০জনকে সম্পূর্ণ বিনাসুদে ঋনদান কর্মসূচি সফল করা সম্ভব হয়েছে, প্রথম বর্ষপূর্তিতে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন হয়েছে এবং আরো বেশি করে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাবো।

হরিপালে কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প কন্যাশ্রীর দশম তম বর্ষে সারা রাজ্যের সাথে আজ হরিপাল ব্লকের বাসুদেবপুর বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে এক সাইকেল র‍্যালির আযজেন করা হয। উক্ত বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীরা এই সাইকেলের রালিতে অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সম্মানে সম্মানিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীরা পড়াশোনায.বিশেষ আর্থিক সাহায্য পায। যা তাদের কাছে পড়াশোনা চালিযে.যাওযার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। আজকের এই সাইকেল র‍্যালি এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

বাঙালিদের প্রাণের দাম কমে যাওয়া র‍্যাগিং বেড়েছে, মন্তব্য তথাগতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ বাঙালিদের প্রাণের দাম বড়ই কমে গেছে। এটিকেই র‍্যাগিং বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, র‍্যাগিং ব্যাপারটির ইতিহাস দীর্ঘ। একটু সংক্ষেপে নিবেদন করি। আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে আমি যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসাবে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পদার্পণ করি তখনও র‍্যাগিং ছিল। তার মধ্যে ওই বয়সের ছেলেসুলভ কিছু মোটাগোছের রসিকতা ছিল, কিন্তু কোনও পৈশাচিকতা ছিল না। যেমন, বেশ কিছু ছেলেকে উবু হয়ে কোরাস গাইতে বলা হয়েছিল, দের কাপড় রাখা দায়, মরি হায় হায় হায়।

তার পরে র‍্যাগিং এর মধ্যে পৈশাচিকতা ঢুকেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এর কারণ, বাঙালিদের প্রাণের দাম বড়ই কমে গেছে। এর সূত্রপাত সম্ভবত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের Great Calcutta Killings এর সময়, তারপর নকশাল, সিপিএম, সিপিএমের মেধাবী ছাত্রীর দল, সবাই নিজের নিজের অবদান রেখে গেছে।এরই ফলে যাদবপুরের হতভাগ্য ছাত্র স্বপ্নদীপ আর হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা সাহেব আলীর প্রাণ গেল। আরো কত গেছে, কত যাবে আমার কি দরকার, আমার পরিবার ঠিক থাকলেই তো হল!

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেলো কিশোর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার শিবের পুজো করতে যাওয়ার আগে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রীতম ঘুঘু নামের ওই কিশোর সোমবার বন্ধুদের সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো শিবের মাথায় জল ঢালবে বলে। কিন্তু তার আগে সাঁকরাইলে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে সে তলিয়ে যায়.ডুবুরি নামানো হয় উদ্ধার কাজে। প্রায় চার ঘণ্টা পর ওই কিশোরকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মৃত কিশোরের কাকা সত্যেন্দ্র ঘুঘু জানান, বাড়ি থেকে গঙ্গায় যেতে বারণও করা হয়েছিল প্রীতমকে। কারণ সে সাঁতার জানতো না।কিন্তু বাড়ির অমতেই সে জোর করে বেরিয়ে যায় সকালে। আর তারপরই এই দুর্ঘটনার খবর আসে।পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ঋষ্যমুখে দিদিমণির চাকরী না পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বঞ্চিত প্রার্থীর পরিবার

বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট ঃ ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায.রতনপুর এ ডি সি ভিলেজের বৃন্দমাটিলা অঙ্গণওয়ারী কেন্দ্রে দিদিমণির চাকরী না পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলেন বঞ্চিত প্রার্থীর পরিবার। সেন্টার তালা বন্দী থাকায় কাজে যোগ দিতে পারলেন না চাকরী পাওয়া অপর প্রার্থী । এই নিয়ে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় রতনপুর এ ডি সি ভিলেজের বৃন্দমাটিলা অঙ্গণওয়ারী কেন্দ্রে দীর্ঘ বছর ধরে দিদিমণি হিসাবে কাজ করতেন এই এলাকার বাসিন্দা আরুণমালা ত্রিপুরা। কিন্তু আট মাস আগে অরুণমালা ত্রিপুরার মৃত্যু হয়। এর পরিবর্তে এলাকার শাসক দলের নেতৃত্ব, বি এ সি এর চেয়ারম্যান এবং সিডিপিও আলোচনা করে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন মৃতার পুত্রবধূ দিনুমালা ত্রিপুরাকে। দীর্ঘ আটমাস ধরে দিনুমালা ত্রিপুরা বৃন্দমাটিলা অঙ্গনওয়ারী সেন্টারে কাজ করে আসছেন। স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বি এ সি চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন যদি এই কেন্দ্রে কোন কর্মী নিয়োগ করা হয় তাহলে দিনুমালা ত্রিপুরাকে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়ে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এদিকে, দফতর থেকে এই কেন্দ্রে লোক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গত জুন মাসের ১৩ তারিখ এই কেন্দ্রের দিদিমণি পদে দিনুমালা ত্রিপুরা ইন্টারভিউ দেন। এই পদের জন্য

একই গ্রামে আরেকজন যমুনা ত্রিপুরাও ইন্টারভিউ দেন। সবারই আশা ছিল এই কেন্দ্রে দিনুমালা ত্রিপুরা চাকরী পাবেন। কিন্তু গত ৮ আগস্ট দফতর থেকে অফার দেওয়া হয় যমুনা ত্রিপুরাকে। দিনুমালা ত্রিপুরাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়নি। এই নিয়ে হতাশ চাকরী প্রত্যাশী দিনুমালা ত্রিপুরা ও তাঁর পরিবার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে জড়ো হয়। কেন একজনের চাকরী আরেকজনকে দেওয়া হল বলে- বিক্ষোভ দেখান। নতুন চাকরী পাওয়া যমুনা ত্রিপুরা অফার পেয়ে বৃন্দমাটিলা সেন্টারে কাজে যোগ দিতে এলে বাধা দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা দিয়ে রাখেন বঞ্চিত দিনুমালা ত্রিপুরার পরিবার। সেন্টার তালা বন্দী থাকায় কাজে যোগ দিতে পারেননি যমুনা ত্রিপুরা। এই নিয়ে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ শ্রাবণ , ১৪৩০

স্বাধীনতা

সম্পাদকীয়

ভারতের স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে এটা সবারই জানা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে কত প্রাণ বলিদান হয়েছে তার কথাও কি কোনও রকমভাবে বিশদে লেখা রয়েছে? তা হয়তো লেখা নেই। ইংরেজ সরকারে পুলিশ বাহিনী কত গোপনে বিপ্লবীদের হত্যা করেছে তা অজানা হয়ে গিয়েছে। সবচয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা। এই রকম স্বাধীনতার জন্য তো ভারতীয়রা প্রাণ দেয়নি। সংগ্রাম করেনি। কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন কত ক্ষমতালোভীরা লালায়িত ছিল। তাদের লোভের ফলেই আজকে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়ো। তারপরে বিপ্লবী অরবিন্দ জোরদার সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম করে সফল হতে পারেননি তবুও বলতে হবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা। তিনি সব কিছুকে ত্যাগ করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেননি। এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। রাসবিহারী বোসও জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে নিজের আত্মরক্ষার জন্য জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ঘর সংসার করতে পারেনি। বিপ্লবীরা সবাই কিন্তু দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাস্তায় এসে নেমে পড়ে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। গান্ধিজিও সংসার ধর্ম ত্যাগ করে দেশের জন্য আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আন্দোলন ছিল অহিংসা। তবুও তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্র দেশবাসীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস দলটা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মঞ্চ। স্বাধীনতা লাভ কররা পর গান্ধিজি বলেছিলেন কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলটা তুলে দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লোভীরা কংগ্রেস দলটাকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষমতা ভোগের মঞ্চে রূপান্তরিত করে। আগস্ট মাসকে স্বাধীনতার মাস বলা হয়ে থাকে। এই মাসে বহু দেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেম রাজনৈতিক নেতাদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি আবার বহু কবি লেখক এবং গায়কদের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বহু সাংস্কৃতকি মনস্ত মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' এখন গানটি আমাদের শিহরিত করে। স্বাধীনতার প্রতিটি গান আমাদের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। কবি রঙ্গলাল থেকে শুরু করে রজনী কান্ত, ডি এল রায় স্বাধীনতা লাভের জন্য কলম ধরেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বহু স্বদেশি সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করেছিলন। আজও সেই সব স্বদেশি সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। কবি নজরুল 'কারার ওই লৌহ কপাট'গানটি গাইবার সময়ে নেতাজির চোখ দিয়ে জল পড়তো। নেতাজি বহুবার নিজের গলায় গানটি গেয়েছিলেন। নেতাজির 'দিল্লি চলো' ডাক দেওয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিল দেশের সমস্ত স্তরের জনগণ।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীর নীতি

জম্মু ও কাশ্মীরে এবারে শুরু হয়েছে নয়া পরিচয়পত্র। প্রত্যেক পরিবারকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে পায় তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে নিশানা করতে শুরু করে দিয়েছেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, বিশেষ মর্যাদা লোপ করে এখন কাশ্মীরের বসবাসকারী মানুষকের ওপরে সরকার বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে এখন চিহ্নিত করতেই নয়া পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের বিশ্বাসের ঘাটতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল। সরকার এখন আর কাশ্মীরের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের একজন নেতা বলেছেন, কাশ্মীরে কোনও বিদেশি থাকে না। কাশ্মীরে বসবাস করে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ লুকিয়ে পরিচয় নিয়ে বসবাস করে না। জম্মু কাশ্মীরের বসবাসকারীদের একটি নির্দিষ্ট তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রত্যেক পরিবারকে একটি কোড দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। প্রশাসন থেকে াদবি করা হয়েছে সবাই যাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি ছাড়া আর দলই এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে সরকার এখন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে নজর রাখতে চেষ্টা করছে। সবার ঘরের খবর সরকার তাদের কাছে রাখতে চায়। কাশ্মীরে যাতে বাইরের কোনও লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস না করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখ া হচ্ছে। তবে সব ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাস করার অধিকারী। কিন্তু বিদেশিরা যাতে লুকিয়ে কাশ্মীরে এসে বসবাস না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে প্রশাসন তা বলা শুরু হয়েছে। পিডিপি দলের সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, কাশ্মীরিদের ওপরে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের ওপরে নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের নাগরিকদের তথ্য ভাণ্ডারের কথা বলা হয়েছে। নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে কাশ্মীরের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হবে। সেই কোড ধরে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্যও বটে। প্রায় সময়ে সেখানে জঙ্গিরা প্রবেশ করে নাগরিকদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। প্রকৃত কাশ্মীরীদের শনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে খবর রাখাটার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। যারা শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরে বসবাস করছেন তাদের তো কোন ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। কাশ্মীরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াতে যারা চেষ্টা করছেন তারাই এই নয়া পরিচয়পত্র তৈরি করার ব্যাপারে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

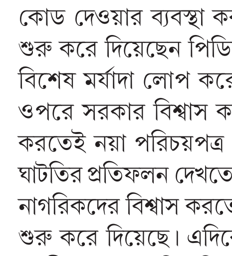

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিস্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন রাতাপীঠের মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। তারাপীঠের কালীমায়ের শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ধারন করে চলাফেরা করা সম্ভব। সেই মাতৃশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী।

ওরাও উদ্বাস্তু , তবুও ওদের কথা ইতিহাসে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে

সম্বুদ্ধ দত্ত

সালটা ছিল ১৯৪৭। দিনটা ছিল ১৪ আগস্টের মাঝরাত। পরাধীন অখন্ড ভারতবর্ষ দু টুকরো হয়ে. স্বাধীনতা পেল। কিন্তু ফল যে মোটেই সুখকর হল না। তা ইতিহাস সাক্ষী। একদিকে এই স্বাধীনতা যেমন কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনে মুক্তির আলো জ্বালিয়ে.দিল , তখনই এই ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুটি প্রদেশের লক্ষ্য লক্ষ্য নরনারীও শিশুর জীবনে নেমে এল চরম অন্ধকার। স্বাধীনতা যে তাঁদের জীবনে এমন বিপর্যয় নিয়ে আসবে সেটা বোধহয় তাঁরা কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করলেও এ কথা অবলীলায় বলা যায় বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের বলিদান ও আত্মত্যাগ ছিল সব থেকে বেশি।

আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের চরম ক্ষমতার লিপ্সা সেদিন মুসলিম লীগের অন্যায় আবদারের কাছে মাথানত করে ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে যে অন্যায় ও পাপ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় এবং পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য প্রকৃতি উপাসক উপজাতি মানুষকে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সব থেকে কলঙ্ক জনক অধ্যায় দেশভাগ। এবং তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা। দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। কিন্ত একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই , মুসলমান ভারত ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিয়েছিল আরও ভাল মুসলমান হয়ে বাঁচার ইচ্ছায়। ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বাংলার ফজলুল হক দেশ ভাগের যে দাবির তুলেছিলেন তার মূল কথাই ছিল , মুসলমান শুধু ধর্ম বিশ্বাসেই হিন্দুদের থেকে আলাদা নয় তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিও আলাদা। অতএব তাঁরা একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। সুতরাং তাঁদের একটা নিজস্ব বাসভূমি চাই। অর্থাৎ ভারত ভাগ করে মুসলমানরা নতুন একটি দেশর চাইল। অন্যদিকে হিন্দুরা কিন্তু উদ্বাস্তু হয়েছে দেশভাগের পরিনামের ফসল হিসাবে। শুধু তাই নয় , নেহেরু লিয়াকত আলি চুক্তির পর দলে দলে যে মুসলমানরা তাঁদের স্বপ্নের পাকিস্তান চলে গেছিল তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ কিন্তু আবার ভারতে ফিরে এল। ভারত সরকারও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে সর্বশান্ত হয়ে ভারতে আসা অমুসলমান মানুষ কিন্তু দেশত্যাগের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা স্মরন করে তাঁরা আর তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে সাহস পায় নি। কারন পাকিস্তান চুক্তি মান্য করেনি। সুতরাং সত্যের আলোকে দেখলে মুসলমান উদ্বাস্তুদের সঙ্গে অমুসলমান উদ্বাস্তুদের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে।

উদ্বাস্তু নিয়ে আলোচনা সব সময় হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রয়ে গেছে। রয়ে গেছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে থাকা একের পর এক ট্রেনে মাকড়সার মতো আঁকড়ে থাকা হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু মানুষের ছবি। দেশ ভাগের উপর যেমন রচনা হয়েছে বহু গল্প, তেমনি বহু চলচ্চিত্র নির্মান হয়েছে। (মূলত পাঞ্জাবে) এই তিন সম্প্রদায়ের বাইরেও যে বিশাল সংখ্যার জনজাতির মানুষ পূর্বপাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে শরণ নিয়েছে তাঁদের কথা কিন্তু ইতিহাসে অনুচ্চারিত থেকে গেছে। কেউ মনে রাখেনি এইসব মানুষদের জীবনের করুন কাহিনী। এই মানুষগুলো পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল কেউ খোঁজ রাখেনি। কোচ খোঁজ রাখেনি তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মের সংগ্রামের

কথা। এমন বিস্মরন কি তাঁদের প্রাপ্য ছিল? তাঁরাও তো ভারতবাসী। পূর্ববঙ্গের উপজাতি মানুষের দল কখনো সঙ্গবদ্ধ ভাবে আবার কখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে জল, জঙ্গল , পাহাড়, নদী পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে ভারতের পালিয়ে এসেছে। এবং বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন আসাম, মেঘালয, ত্রিপুরা, মনিপুর এবং অরুনাচলে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয় দেশ ভাগের অস্থির সময় থেকে শুরু করে এখনও অমুসলমান ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী উপজাতি মানুষ ইসলামী বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে চলেছে। তাই দেখা গেছে দেশভাগের সময়েই চাকমা, রাজবংশী, সাঁওতাল , ওঁরাও, মুন্ডা, গারো, হাজং, ত্রিপুরী,বম, পাংখোয়া, তনচংগা, মগের মতো আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তাঁদের প্রান , ধর্ম ও নিজস্ব সংস্কৃতি বাঁচাতে বিশেষত আসাম ও তার পাশের রাজ্য গুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

চাকমা ও হাজং সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা ধর্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু তাঁদের কিছু অংশ যেমন উদ্বাস্তু হয়ে আসামে আশ্রয় নেয় তেমনি অনেক চাকমা, হাজং পরিবার পারি দেয় ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর এবং অরুনাচল প্রদেশে।

চাকমাদের দেশত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক মর্মস্পর্শী ইতিহাস। দেশ ভাগের আগে থেকে একটা কথা সর্বত্র প্রচার হয়েছিল মুসলমান প্রধান অঞ্চল যেমন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে তেমনি অন্যদিকে অমুসলমান প্রধান অঞ্চল থাকবে ভারতের সঙ্গে। এই ধারনার উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা ধরেই নিয়েছিল তাঁদের বাসভূমি ভারতের মধ্যে থাকবে। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার উৎসব পালন পর্যন্ত করে। কিন্তু বাস্তবে এই অঞ্চল পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে চাকমাদের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। চাকমাদের ভারতের প্রতি অনুগত্য প্রর্দশন এবং স্বাধীনতার উৎসব পালন ঐ অঞ্চলের মুসলমান ও পাকিস্তানের প্রশাসনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। পরিনামে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনসার বাহিনী চাকমাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায। প্রান বাঁচাতে দলে দলে চাকমা আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয, মিজোরাম এবং অরুনাচলে আশ্রয় নেয়।

চাকমারা মোটামুটি তিন পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তু হয়। প্রথম দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচতে। দ্বিতীয় ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই ড্যাম তৈরি করে। এই ড্যাম তৈরির সময় ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। এই সময় ১ লক্ষের উপর বিভিন্ন জনজাতির মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ। ঐ বাস্তুচ্যুত মানুষের দল আশ্রয়ে খোঁজে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসে এবং সিংহ ভাগ অরুনাচলে প্রবেশ করে। তৃতীয়ত-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ গঠন হলেও চাকমাদের ভাগ্য কিন্তু বিশেষ বদলায়নি। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলের বাঙালাদেশী মানুষদের বসতি গড়তে শুরু করলে চাকমারা আবার তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অর্থাৎ অস্তিত্ব বিপন্নতার ভয়ে ভীত হয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশ সরকারও চাকমাদের উপর বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালায়। আবার বিপুল সংখ্যক চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে ভারতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চাঁদপুর,বগুড়া, দিনাজপুর, রাজবাড়ি, সিলেট, রাজশাহী, নাটোর, হবিগঞ্জ থেকে খাসিয়া, মনিপুরী,ত্রিপুরা, মুরুং, মগ, কুকি,বম, তনচংগা, পাংখোয়া, রাজবংশী, ওঁরাও, মুন্ডা এবং সাঁওতালদের মতো আরও ছোট ছোট বহু উপজাতির মানুষ পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তরপুর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু হয়ে ছড়িয়ে পরে। এখানে একটা কথা বলা দরকার উপরের উল্লেখ সব রাজ্য হাজং ও চাকমাদের নাগরিকত্ব প্রদান করলেও অরুনাচলে এখনো হাজং ও চাকমারা নাগরিকহীন হয়েই বসবাস করছে। স্বাধীনতার ৭৭ বছরের উৎসবে প্রশ্ন জাগে স্বাধীনতা কি সব ভারতীযর জীবনে মুক্তি এনেছিল। কেন স্বাধীনতার এতদিন পরে কিছু মানুষকে রাষ্ট্রহীন নাগরিকহীন হয়ে থাকতে হবে? স্বাধীন ভারতবাসীর কাছে এ প্রশ্ন নিশ্চয় গৌরবের নয়।

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অরবিন্দের ভূমিকা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(১৫ আগস্ট ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিয়েছিলেন পণ্ডিচেরি থেকে। তাঁর জন্মদিনের ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের এই প্রতিবেদন)

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ বিলেত থেকে বরোদায় এসে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গাইকোয়াডের এস্টেটে কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সব কিছু দেখাশুনা করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা পালন করা হতো। তখন তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা না করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিতে থাকেন। ১৮৯৯ সালে জাপানের শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারত সফরে। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তেঘরিয়ার জমিদার শশীভূষণ রায়চৌধুরী এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই সভায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরা বলেছিলেন ভাবতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজও এদেশ কেন পরাধীন, আর সাহিত্যিকেরা কেন এই পরাধীন মোচনে নিশ্চিন্ত। এই মৃদু ভর্ৎসনা সেই সময়ে প্রমথনাথের মনে আঘাত করেছিল। তারপরে দীর্ঘ আলোচনা পরই ১৯০২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি আত্মপ্রকাশ করলো। এই সংস্থার সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তখনও তিনি দেশবন্ধু বলে পরিচিতি লাভ করেননি। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র দাস। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তা কারণ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক মাস পরে বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেছিলেন। তবে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ ত্যাগ করেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তা ন্দাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য

তিনি বেলুড় মঠের সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর অন্য কাজগুলি একেবারে অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেই কারণে তিনি বেলুড় মঠ থেকে নিজেকে বার করে নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। সেখানে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা দিয়ে যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দও ছিলেন। তিনি বরোদায় উপস্থিত হয়ে গাইকোয়াডের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু গাইকোয়াড পরিস্কার করে নিবেদিতাকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর সমর্থন পেতে গেলে আগে অরবিন্দের সঙ্গে মতকে পেতে হবে। তিনি সম্মতি দিলে তবেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন নিবেদিতা। বাংলার বিপ্লবী সংগঠন গড়তে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন অরবিন্দ। বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবারে তিনি মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের বাংলা থেকে বিদায় দিতে হবে সেই মানসিকতা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সর্বস্তরে বার্তা পৌঁছে গেল আর বিদেশি শাসন চাই না। এই শাসন দেশকে ভাগ করতে শেখায়। বাংলা ভাগ করে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিল। স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি পেল। সেই সময়ে দেশাত্মবোধের বীজ রোপন করেছিলেন অরবিন্দ। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এই সময়টা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। তারপরে বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব শুরু হতে থাকে। বিপ্লবী সংগঠনকে মজবুত করতে এবারে ডাক পড়লো বারীন্দ্রকুমার ঘোষের। তিনি গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণদের সন্ধান করতে শুরু করে দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা গুপ্তসমিতির তরুণ সদস্যদের ক্লাস নিতেন। সেখানে ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও তিনি করতেন। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' গানটি নিজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা ছিল না। তখন বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা নাম ছিল চার্লস টেগার্ট, লাট সাহেব ফুলার এবং চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলের নাম। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই তাঁর নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকার খাতায় এসে উপস্থিত হল।

আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করার বহু ইতিহাস রয়েছে

১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর একটি বছর পরেই এই বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান, ক্রোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি এবং বার্মার মতো কয়েকটি দেশ। ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলার আগেই। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করার বহু ইতিহাস রয়েছে। এই সব ইতিহাসকে খুঁজে বের করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে বহু গোপন বৈঠক হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নেতাদের নিয়ে। বহু কাল ধরে এই গোপন আলাপ আলোচনা চলছিল। সেই আলাপ আলোচনায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তাঁরা তখন ভারতে রয়েছেন। এদিকে ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লর্ড হার্জিঞ্জকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীকে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে তারা বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ফেলেছে। তারপরে তাদের নির্মম অত্যাচার করে অমানবিক জেরা করে খানিকটা আভাসে রাসবিহারী বোসের নামটা খুঁজে পায়। কিন্তু রাসবিহারী বোস যে যুক্ত ছিলেন তার কোনও তথ্য তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ কর্তারা গোয়েন্দাদের ওপরে চাপ দিতে থাকে রাসবিহারী বোসকে খুঁজে বের করে তাঁকে গ্রেফতার করার। কোথাও রাসবিহারী বোস? একেবারে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছেন। এবারে রাসবিহারী বোস পরিস্কার বুঝতে পারলেন ভারতে থাকাটা তাঁর পক্ষে একেবারে নিরাপদ নয়। সেই কারণে তিনি সেই কারণে গোপনে ক্যাপ্টেন মোহন সিংসহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন গা ঢাকা দিয়ে জাপানে চলে আসতে। জাপান একবার চলে আসলে তাঁর জীবন রক্ষা পাওয়া সম্ভব এবং ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ পরিচালনা করার জন্য এখনই প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের। এতদিন ধরে অতি গোপনে যে বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা ভারতের মাটি থেকে রচিত হচ্ছিল তা এখন স্বার্থক রূপ পেতে চলল। রাসবিহারী বোস জাপান পালিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বোস পরে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে জাপান হঠাৎ করে নাা গিয়ে তার আগে তিনি জার্মানের হিটলারের সঙ্গে কথা বলা বলবেন। হিটলার কতখানি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে সেটা জানার খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে সুভাষ চন্দ্র বোস আগে জাপান না গিয়ে তিনি গোপনে জার্মানে গিয়ে উপস্থিত হন। হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। হিটলার তাঁকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে এত দূর থেকে জার্মান কোনও রকমভাবে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে না। একমাত্র তাদের মিত্র দেশ জাপান ভারতের খুবই কাছে। জাপান এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। ইতিমধ্যে জাপানে তৈরি হয়ে গিয়েছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং তখন জাপানীদের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের সংগ্রহ করে বাহিনী তৈরি করে ফেলেছেন। তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী বোস। রাসবিহারী বোস অতি দক্ষতার সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী বাহিনী পরিচালনা করতে থাকলেন। জাপান সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' সম্মানে ভূষিত করে। তিনি ১৯৪২ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেস লিগ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এটি পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। তারপরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন জেনারেল মোহন সিং সিঙ্গাপুরে প্রথম এই বাহিনী তৈরি করেছিলেন। পরে এটি ভেঙে দিয়ে রাসবিহারী বোস আজাদ হিন্দ হিন্দ বাহিনী নাম দিয়ে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জাপানে উপস্থিত হয়েই আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পাশাপাশি 'আদাজ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান যেসব অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেই সব স্থানগুলি আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে তুলেন দেয়।

হেরিটেজ ঃ ভারতের জাতীয় পতাকা

ভারতের জাতীয় পতাকা ২২ জুলাই ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত গণপরিষদে সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভারতের জাতীয় পতাকা নকসা করেছেন পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বিভিন্ন নকসা দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়েছিল। মাদাম কামা নিজের হাতে জাতীয় পতাকা নির্মাণ করে ইউরোপ দেশে প্রচারিত করেছিলেন। ২২ আগসচ ১৯০৭ সালে কামা ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করে জার্মানির স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। পতাকার মধ্যে খানে লেখা ছিল হিন্দিতে 'বন্দেমাতরম'। মহাত্মা গান্ধি চরকা দিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা নির্মাণ করে ছিলেন। ১৯৩১ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে এই

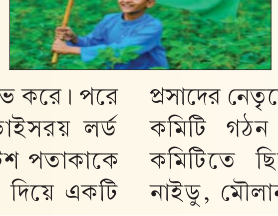

পতাকা স্বীকৃতি লাভ করে। পরে ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাইন্টব্যাটেন ব্রিটিশ পতাকাকে এর সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়ে একটি ভারতের জাতীয় পতাকা নির্মাণ করে ছিলেন যা পণ্ডিত নেহরু প্রত্যা খান করেন। ১৯৪৭ সালে রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সি রাজা গোপালচারি, কে এম মুন্সি এবং বিআর আম্বেদকর। ১৪ জুলাই পতাকা নিয়ে সুপারিশ করা হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সাল সময় থেকেই এটি জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভারতকে স্বাধীন করতে সারা বিশ্ব জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়ে ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্বের যে কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামের কম উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। অহিংসা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভারত ভাগ হওযাটা আজও ভারতবাসীর কাছে লজ্জা।

রাজ্যের নির্দেশ অমান্য করে বোর্ড গঠন দুটি ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ আগস্ট ঃ রাজ্যের নির্দেশ অমান্য করে ময়ুরেশ্বর দুই ব্লকে সমিতির সভাপতি গঠন হলো। রাজ্য থেকে নাম পাঠানোর পরও, এমন ঘটনায় হতবাক সবাই। নিজেদের দায় বাঁচাতে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই পেতে চাইছে। বলা হচ্ছে ভোটাভুটির সময় ভুল বোঝাবুঝিতে রাজ্য তালিকার বাইরে অন্য সভাপতি নির্বাচন হল ময়ুরেশ্বর দুই ব্লকে। যদিও তা নিয়ে বিরোধীরা বিতর্ক ছড়ালেও, অবশ্য বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল এবং সভাপতি ও সভাপতি হয়েছেন যথাক্রমে তৃণমূলের অনিতা আদিত্য এবং সহ সভাপতি হয়েছেন জটিল মণ্ডল। যিনি ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি। ময়ুরেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেসের দুই ব্লক সভাপতি আশীষ চন্দ বলেন, রাজ্য থেকে মৌসুমী বাগদির নাম আসে। কিন্তু হলেন অনিতা আদিত্য। নব নির্বাচিত সহ সভাপতি জটিল মণ্ডল বলেন, মোট একুশটি আসনে আঠারো জন তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হন। বাকি তিনটির মধ্যে দুটিতে বিজেপি ও একটিতে সিপিএম জেতে। আমাদের কাছে রাজ্যের তালিকা ঠিক সময়ে পৌছায় নি। আমরা জেলা থেকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা জানতাম। সেখান থেকে সভাপতি ও সভাপতি নির্বাচন হয়। ভোটাভুটি হওয়ার পর ফেসবুক থেকে রাজ্যের তালিকা জানতে পারি। যদিও ব্লক সভাপতি আশীষ চন্দ বলেন, এগারো জন সদস্য অনিতা আদিত্যকে সভাপতি এবং জটিল মণ্ডলকে সহ সভাপতি করেন। আমরা রাজ্য তালিকা অনুযায়ী আটজন ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করি। জটিল মণ্ডল, উলকুণ্ডার সামসুল আলমরা কেন এমন করলেন, তাঁরাই বলতে পারবেন। জানা গেছে, বিরোধীদের দুই সদস্য আশীষ চন্দের ভোটাভুটিতে সমর্থন করেন। তাই শেষমেশ দশ-এগারো ভোটে অনিতা আদিত্য ও জটিল মণ্ডলেরা জয়ী হন। এদিকে জেলার কোন নেতৃত্ব এব্যাপারে মুখ খুলতে চান নি।

কলঙ্কলেপনের অভিযোগ তুলে অনশনে উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ আগস্ট ঃ সমাজ মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা এক পোস্ট নিয়ে খবর প্রকাশ হওয়ার পর হৈ চৈ পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অস্বীকার করে। কারণ যিনি পোস্ট করেছেন তাঁর নাম-পরিচয় গোপন ছিল। ফের সোমবার আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় যে প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্বভারতী পরিবারের তরফে অনশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সোমবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সোমবার সঙ্গীত ভবনের অনুষ্ঠান মঞ্চে সঙ্গীত ভবন সহ সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ, আধিকারিক, ছাত্র-ছাত্রীরা অনশনে বসেন এবং উপাচার্য মৌনব্রত অবলম্বন করেন। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরের এক শ্রেণির অপশক্তি সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রাণপ্রিয় বিশ্বভারতীকে কলুষিত করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করায় সিদ্ধহস্ত। উল্লেখ্য, ভিবি কনফেশনস নামে এক পেজে অজ্ঞাত পোস্ট হয়। যার দায়িত্ব সেই পেজের এডমিন নেয় নি। বিশ্বভারতী এই পোস্টকে ফেক পোস্ট বলে জানায়। তারপর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, একটি মিথ্যা গল্প ফাঁদা হয়েছে কোনো কোনো স্থানীয় সংবাদ পত্রে। বিশ্বভারতীতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিশেষকরে মহিলা ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। সংবাদমাধ্যমকে বিশ্বভারতী অনুরোধ করে যাতে তারা খবর পরিবেশনের আগে সত্যতা যাচাই করে। প্রসঙ্গতঃ অজ্ঞাতনামা সঙ্গীত ভবনের ছাত্রী বলে দাবি করে বলেছে, সে পশুতুল্য শিক্ষকের শিকার। যদিও সে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করে নি বা নিজের পরিচয় প্রকাশ করে নি।

উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা জিআরপিএফ ও ডালখোলা আরপিএফের যৌথ উদ্যোগে ডালখোলা রেল স্টেশন চত্বরেও দেখা গেল পুলিশ কর্মীদের তৎপরতা। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ট্রেনের তল্লাশি করার পাশাপাশি স্টেশন চত্বরে আসা যাওয়া যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায় রেলের নিরাপত্তা কর্মীদের।

দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কন্যাশ্রী দিবস পালন বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি ১৪ আগস্ট সোমবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে দশম কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হলো পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা, রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বিডিএ-র চেয়ারপার্সন কাকলি গুপ্ত তা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল, জেলা প্রকল্পাধিকারিক সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগন এবং জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রী ও ছাত্রীদের অভিভাবকরা। এই কন্যাশ্রী দিবস রাজ্য সরকারের দশমতম বর্ষে পদার্পণ করল। এদিন কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে সমস্ত ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, আগে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত না। মা-বাবার ইচ্ছা থাকলেও টাকার অভাবে তাদের মেয়েদের পড়াতে পারতেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটি ভেবেছেন এবং স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্প বিশ্বের দরবার থেকে সম্মান নিয়ে এসেছে। এক পরিসংখ্যান পেশ করে মন্ত্রী জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিদ্যালয়ের ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৪ লাখ ১৭ হাজার ৪৭১ জন ছাত্রী কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে। অন্যদিকে ২০১৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৮৯৬১ জন কলেজ ছাত্রী কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের ৬৬ হাজার ৪৮৪ জন ছাত্রী এবং কলেজে ১১৭৫২ জন ছাত্রীর নাম নথিভুক্ত করেছে। এত বিপুল পরিমাণে টাকা রাজ্য সরকার দিচ্ছে শুধুমাত্র মেয়েদের পড়াশোনার জন্য। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের মেয়েরা এই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের একজন মানুষ হয়ে উঠছে। এদিন অপর মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, নারী জাতি শিক্ষিত না হলে সমাজ শিক্ষিত হয় না। তিনি মাতঙ্গিনী হাজরা ও ইন্দিরা গান্ধির প্রসঙ্গ তুলে দৃষ্টান্ত দেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কন্যাশ্রী প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত ছাত্রীদের পড়াশোনা চালিয়ে দেশ ও সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। এদিন কন্যাশ্রীদের কাজের ভিত্তিতে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982PLC035467

রেজিস্টার অফিস ঃ ১৩এ, ডেকার্স লেন, ৫ম ফ্লোর, রুম নং. ৫০১, কলকাতা-৭০০০৬৯

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং বছর মাস শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(উল্লেখ ব্যতীত সমস্ত হাজার টাকায়)

	বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে জুন, ৩০ ২০২৩ অনিরীক্ষিত	মার্চ, ৩১ ২০২৩ নিরীক্ষিত	জুন, ৩০ ২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্তে মার্চ, ৩১ ২০২৩ নিরীক্ষিত
১	আয়				
	ক) কারবার থেকে রাজস্ব	-	-	-	১৯৪.০৮
	খ) অন্যান্য আয়	৩০২.১৯	৬০১.৬৯	-	১২৬৪.০১
	মোট আয়	৩০২.১৯	৬০১.৬৯	-	১৪৫৮.১০
২	খরচ				
	ক) কর্মচারী সুবিধা ব্যয়	৪১০.০০	২১৫.১৮	১১৭.৬০	৭০৬.৩৮
	খ) আর্থিক মূল্য	-	২৯৭.৮১	-	২৯৭.৮১
	গ) অন্যান্য ব্যয়	১৯৩.৬৫	১৫০.৩৩	১২৩.৪৬	৩৮৯.৮৭
	মোট খরচ	৬০৩.৬৫	৬৬৩.৩২	২৪১.০৬	১৩৯৪.০৬
৩	করের আগে লাভ(০১-০২)	(৩০১.৪৭)	(৬১.৬৩)	(২৪১.০৬)	৬৪.০৩
৪	কর ব্যয়				
	ক) বর্তমান কর	-	-	-	০.২১
	খ) বিলম্বিত কর	-	-	-	-
	গ) আগের বছরের সাথে সম্পর্কিত কর	-	-	-	-
	মোট কর ব্যয়	-	-	-	০.২১
৫	নিট লাভ (৩-৪)	(৩০১.৪৭)	(৬১.৬৩)	(২৪১.০৬)	৬৩.৮৩
৬	অন্যান্য ব্যাপক আয়				
	ক) আইটেম লাভ/ ক্ষতির জন্য পুনঃশ্রেণীবদ্ধ হবে না				
	১) ইক্যুইটি উপকরণের ন্যায্য মূল্য অন্যান্য ব্যাপক আয়ের মাধ্যমে	-	(৪৩৮৯২.৪৮)	-	(৪৩৮৯২.৪৮)
	২) উপরের আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	২১৩৪০.২৭	-	২১৩৪০.২৭
	অন্যান্য ব্যাপক আয়, মোট কর	-	(৬৫২৩২.৭৫)	-	(৬৫২৩২.৭৫)
৭	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (৫-৬)	(৩০১.৪৭)	(৬৫২৯৪.৩৮)	(২৪১.০৬)	(৬৫১৬৮.৯২)
৮	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ার প্রতি ১০ টাকা ফেসভ্যালু)	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০
৯	অন্যান্য ইকুইটি	-	-	-	২৬০৯৮৮.৬০
১০	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় মূল এবং মিশ্র আয় প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারে ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়, বছরের শেষ ব্যতীত)	(০.০৬৪)	(০.০১৩)	(০.০৫১)	০.০১৩

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর আর্থিক ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন। সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে ত্রৈমাসিক এবং বছরের মাস সমাপ্তে। অডিট রিপোর্টে কোন যোগ্যতা নেই।

২. ৩০ জুন, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে কোনো বিনিয়োগকারীর অভিযোগ মুলতুবি নেই।

৩. বর্তমান বছরের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রটি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

৪. কোম্পানির শুধুমাত্র একটি সেগমেন্ট আছে এবং তাই কোন আলাদা সেগমেন্টের ফলাফল দেওয়া হয়নি।

৫. শেয়ার প্রতি আয়- মূল এবং মিশ্রিত করা হয়েছে উপার্জনের ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রতি শেয়ার (আইএনডি এএস- ৩৩), কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্দিষ্ট করা, কোম্পানির নিয়ম ৭ এর সাথে পঠিত (অ্যাকাউন্ট) নিয়ম, ২০১৪।

৬. এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করার সময় আয়করের উপর প্রভাব এবং উদ্ধৃতিহীন শেয়ারের ন্যায্য মূল্য পরিবর্তন বিবেচনা করা হয়নি। বছরের শেষে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতেও এটি প্রদান করা হবে।

৭. ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে স্থানান্তর ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ এর অধীনে এমসিএ দ্বারা বিজ্ঞাপিত আইএনডি-এএস অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক এবং সমাপ্ত বছর কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাইহোক, আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির বিষয়গুলির সত্য এবং ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োগ করেছিল।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড
স্বা /-কুনাল গোয়াল
পরিচালন অধিকর্তা
DIN : 08424528

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৩

TYROON TEA COMPANY LIMITED

CIN :L15421WB1890PLC000612

Registered Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033)22483236
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Audited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Income from Operations (Net)	1,112.36	179.30	1,007.85	4,375.10
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	192.97	(702.92)	185.78	414.41
3	Exceptional Income / (Expenses)	-	-	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	192.97	(702.92)	185.78	414.41
5	Net Profit / (Loss) after Tax	192.97	(765.72)	185.78	351.61
6	Total Comprehensive Income / (Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	181.22	(765.41)	169.13	316.81
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	-	3,090.18
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) Basic and Diluted (Rs.)	5.67	(22.51)	5.46	10.33

Note:

1 The above Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 14th August, 2023. The Statutory Auditor of the Company have carried out a limited review of the same.

2 The above is an extract of the detailed format for Quarter ended 30th June, 2023. Financial Results as per Ind AS filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results is available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of the Board of Director
For Tyroon Tea Company Limited
(Sanjay Kumar Kejriwal)
Director
DIN 00061102

Place : Kolkata
Date : 14th Day of August,2023.

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩

ওয়েব ঃ www.championcommercial.in ই-মেল ঃ mumbai@singhaniagroup.com টেলি নং.+৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০

CIN: L51909WB1982PLC 034891

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী তিন মাস শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিনমাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কাজ থেকে মোট আয়	৬,২৮৯.২৪	৬,৩১৬.৮৯	২৩,৪২৯.৭৪
২	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম)	১৭৯.৭৮	৪১০.২১	৭০৬.৬৬
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	১৭৯.৭৮	৪১০.২১	৭০৬.৬৬
৪	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	১৩২.৬৬	৩০৮.৩২	৫১০.৬০
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬৭৮.৩১	(৬১.২৮)	৫০৭.২৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (দশ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) মূল / মিশ্র	৬৬.৩৩	৫১৪.১৬	২৫৫.৩০

দ্রষ্টব্য ঃ

১) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত এবং অনুমোদিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ১৪ আগস্ট, ২০২৩। বিধিসম্মত অডিটরগন নিরীক্ষণ করেছেন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-গৌরব সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
DIN-01186568

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২২

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIT No 411/PWD/ROAD/BMC, Dated - 14.08.2023
ii) NIT No 597/PHE(C)/BMC(7th Call), Dated - 14.08.2023
e-Tender has been invited for i) Repairing of Concrete road and masonry box drain at different locations within ward no.22 ii) Renovation of Toilet(C.T & P.T) within ward no. 2,3,4,6 under BMC.
For details, please follow Tender Id
i) 2023_MAD_557251_1 to 5 (ii) 2023_MAD_557267_1 to 4
in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - (i) 30/08/2023 up to 3.00 p.m. (ii)23/08/2023 up to 3.00 p.m

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

E -TENDER NOTICE

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide **NIT No. WB/BCWTD/NIT-01(e)/2023-24 & Tender I D : 2023_DMPM_557281_1.** Online Bid submission **end date on 21.08.2023 upto 6:00 P.M.** Details may be seen on **website http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
D.W.O.,B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

Tender Details
Tender Reference No. 28/ WBTDCC/V-38/23-24,
Date: 10/08/2023
Tender ID: 2023_WBTDL_556282_1

Work description: Construction of 07 nos. Godwan at various LAMPS of Jalpaiguri/Alipurduar/Darjeeling/ Kalimpong district under WBTDCC Ltd. Regional Office Jalpaiguri. Last date of Submission of Bid: **25-08-2023 up to 06:00 PM.** Bid opening date: **28-08-2023 at 05:00 PM.** For detailed please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Regional Manager
WBTDCC

HOWRAH GASES LIMITED

CIN :L27109WB1968PLC027399

Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website : howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE,2023

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	92.77	47.88	461.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(41.98)	(15.94)	41.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.98)	(15.94)	21.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.98)	(15.94)	22.65
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	(41.98)	(15.94)	281.07
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	6,086.88
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	(1.31)	(0.50)	8.78

Notes:

1) The above Un-Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have approved by the Board of directors at their respective meetings held on 14.08.2023

2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

On behalf of the Board of Directors
For,HOWRAH GASES LIMITED
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

Place : Kolkata
Date : 14th August,2023

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30TH, 2023

Amount (Rs. in Lakh except EPS)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations (net)	7.92	0.68	4.97
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax ,Exceptional and /or Extraordinary Item)	6.65	(2.77)	3.81
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.65	(2.77)	2.59
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary itemS)	6.65	(2.77)	2.59
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	6.65	(2.77)	2.59
6	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet as on 31.03.2023)			201.31
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)	a) Basic: 2.77 b)Diluted:2.77	a) Basic: (1.15) b)Diluted: (1.15)	a) Basic: 1.08 b)Diluted:1.08

Note :
The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June, 2023 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For SWASTIK PLYWOOD LIMITED
sd/-
Magan Lal Patel
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place: Kolkata
Dated: The 14th day of August, 2023

ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED

CIN: L92142WB1946PLC013138

Registered Office: 9A, Esplanade East, Kolkata-700069

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	STANDALONE Quarter ending 30.06.2023 Unaudited	Preceding 3 months ended 31.03.2023 Audited	Quarter ending 31.03.2023 Unaudited	Year Ended 30.06.2022 Audited
1	Total Income from Operation (net)	62.61	25.64	(46.39)	52.68
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Item)	30.49	(78.43)	(78.05)	(148.42)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Item)	30.49	(77.92)	(78.05)	(147.91)
4	Other comprehensive income net of taxes	-	-	-	0.27
5	Total Comprehensive Income for the period	30.49	(77.92)	(78.05)	(147.65)
6	Equity Share Capital	36.55	36.55	36.55	36.55
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (Basic & Diluted) (Rs)	8.34	(21.32)	(21.35)	(40.46)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Calcutta Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Notes:

1) The said financial results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 14th August, 2023.

2) In accordance with the requirement under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations,2015, the Statutory Auditors have performed a limited review of the financial results for the quarter ended 30th June, 2023. There are no qualifications in the limited review report issued for the said period.

For and on Behalf of the Board of
ORIENT MOVIETONE CORPORATION LIMITED
Sd/-
Saurav Kankaria
Director
DIN: 03315542

Place : Kolkata
Date : 14th August ,2023

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.

রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন ঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেল ঃ allianceudyog@gmail.com CIN : L51909WB1895PLC001021

স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী তিন মাস সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(হাজার টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২২ (অনিরীক্ষিত)	তিনমাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৩৭২১.০০	৩৩১২.৪১	২৮৮৮.০৬	১৩৩১৮.৮৯
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রনী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩৭২১.০০	৩৩১২.৪১	২৮৮৮.০৬	১৩৩১৮.৮৯
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (পরে বতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩৭২১.০০	৩৩১২.৪১	২৮৮৮.০৬	১৩৩১৮.৮৯
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩৭২১.০০	৩৩১২.৪১	১০৪৩.৬৮	১১৪৭৪.৫১
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২৪৬২৮.৬৭	১৫৫৩.১০	(১০৮৪.০৬)	৫৮৭৯৬.৩৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
৭.	সংরক্ষিত(রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	৫২৭১৫০.৬৬	৪৬৭৩০৯.৪০	৫২৭১৫০.৬৬	৫২৭১৫০.৬৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১ টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (ক) মূল	৬.২০	৫.৫২	১.৭৪	১৯.১২
	(খ) মিশ্র	৬.২০	৫.৫২	১.৭৪	১৯.১২

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.allianceudyog.co.in)।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /- (শার্দুল সিং জৈন)
ডিরেক্টর
DIN : 00013732

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮. ২০২৩

স্পটলাইট বানিজ্য লিমিটেড

CIN : L65993WB1981PLC034252

২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১, ওয়েবসাইট ঃ www.spotlightvanijya.com

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৪ ৩১০০ | ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন ২০২৩

(লক্ষ টাকায় শেয়ার প্রতি রাশি ছাড়া)

	বিবরণী	স্বতন্ত্র তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	একত্রীকরণ তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২৬১.৭৪	৮৮.৫০	২৪৮.৭০	৯৯৫.৪৭	৫২১.৯১	৩২৭.৪৬	২৯৮.৭৯	২,৭৭৭.১৭
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে,অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(২৫৭.২০)	(৭৮৩.৯৬)	৮৬.৬১	(৬২৯.১৪)	১৪৫.৮৭	(৬৩৯.২৫)	(৩৩.৮১)	(৫৫৩.৭০)
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(২৫৭.২০)	(৭৮৩.৯৬)	৮৬.৬১	(২১,২২৯.৪৪)	১৪৫.৮৭	(৬৩৯.২৫)	(৩৩.৮১)	(২১,১৫৪.০০)
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩৪১.৯০)	(৮১৮.৮৩)	১৭৭.৫৭	(২১,৩৫১.৯১)	৬১.১৭	(৬৭৪.১২)	৫৭.১৫	(২১,২৭৬.৪৭)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৪৪২.১৮	(৮৫৩.৭৪)	(৫৭০.৮৭)	(২২,৯২৪.২০)	৮৪৫.২৫	(৭১২.৯৭)	(৬৯১.২৯)	(২২,৮৫২.৭০)
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি				২২,৮৪০.১৬				২১,৯৫২.৯৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(৪৮.২৭)	(১১৫.৬০)	২৫.০৭	(৩,০১৪.৩১)	৮.৬৪	(৯৫.১৭)	৮.০৭	(৩,০০৩.৬৬)

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে।

২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট-www.cse-india.com।

৩. পূর্বেকার বছরের রাশি পুনঃসজ্জিত / পুনঃসংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
(মুকুল সোমানি)
ডিরেক্টর
DIN : 00124625

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৩

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L25199WB1990PLC048791

রেজি. অফিস ঃ প্লট নং. ৩১ ও ৩২, ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেক্টর-১, ২৪-পরগণা (দক্ষিণ) পিন ঃ ৭৪৩৫০৪

প্রধান কার্যালয় ঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ই-মেল আইডি ঃ krypton@kryptongrup.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

লক্ষ টাকায় (ইপিএস রাশি ছাড়া)

		স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	একত্রীকরণ ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৭০০.০৩	৯৮৩.৯১	৬৭২.০৩	৩,২৩৬.৮৬	৭৭৭.৩৮	১,০০৮.৪২	৬৬৪.৯৯	৩,৩২৭.৭০
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (পূর্বে কর, অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেমে #)	৩৩.৪০	২১.৪৫	১১.৬৩	১০৬.৭৭	২৮.২৮	২৪.০৩	৬.৩২	৯৫.১৪
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেম পর #)	৩৩.৪০	২১.৪৫	১১.৬৩	১০৬.৭৭	২৮.২৮	২৪.০৩	৬.৩২	৯৫.১৪
৪	মোট ব্যাপক আয়/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেম পর)	৩৭.৪০	২২.৫৭	১৫.৬৩	১১১.৮৯	৩২.২৮	২৫.১৫	১০.৩২	১০০.২৬
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় আয় (করের পর)	৩৭.৪০	২৪.৬৬	১৫.৬৩	১১৩.৯৮	৩২.২৮	২৮.৯৫	১০.৩২	১০৪.১৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭	সংরক্ষিত রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	-		-	১,৪৯৬.৩৪	-	-	-	১,৬২৪.৮২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র (বার্ষিকীকৃত নহে*)	০.২৫	০.১৫	০.১১	০.৭৬	০.২২	০.১৭	০.০৭	০.৬৯

দ্রষ্টব্য * (১) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল বিস্তারিত ফরম্যাটের ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ । বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.kryptongroup.com**।

বোর্ডের তরফে
(জয় সিং বারদিয়া)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00467932

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সৌরজগতের বাইরের গ্রহটির নাম ‘মহাকাশে বিশাল আয়না’

পৃথিবী থেকে ২৬৪ আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহ রয়েছে, যার নাম ‘এলটিটি৯৭৭৯বি’। সৌরজগতের বাইরের গ্রহটিকে ‘মহাকাশে বিশাল আয়না’ বলছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ) ‘ক্যারেক্টারাইজিং এক্সোপ্ল্যানেট স্যাটেলাইট’ মিশন দ্বারা ওই গ্রহের ওপর পর্যবেক্ষণ করে সম্প্রতি তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। এক প্রতিবেদনের বরাতে এনডিটিভি বলছে, ২০২০ সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এলটিটি৯৭৭৯বি আবিষ্কার করে। ওই গ্রহ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পায় ইএসএ। গভীর পর্যবেক্ষণের পর সংস্থাটি জানিয়েছেন, প্রতি ১৯ ঘণ্টায় একটি সূর্যের মতো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে এলটিটি৯৭৭৯বি। সিলিকেট ও টাইটানিয়ামের মতো ধাতু দিয়ে তৈরি প্রতিফলিত ধাতব মেঘ রয়েছে ওই গ্রহের। গ্রহটি সেখানে পৌঁছানো আলোর প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিফলন করে।

অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স জার্নালে গ্রহটির বর্ণনা দিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। গবেষণার সহলেখক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক জেমস জেনকিন্স গ্রহটিকে ‘মহাকাশে বিশাল আয়না’ আখ্যা দিয়েছেন। গ্রহটির ব্যাস পৃথিবীর চেয়ে ৪ দশমিক ৭ গুণ। এটি সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রকে বুধের চেয়ে অনেক কাছাকাছি দূরত্বে প্রদক্ষিণ করে। সৌরজগতের শুক্র সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ, যা আসা আলোর ৭৫ শতাংশ প্রতিফলিত করে। এটি সালফিউরিক এসিডের বিষাক্ত মেঘ দ্বারা বেষ্টিত। পৃথিবী তার দিকে আসা আলোর প্রায় ৩০ শতাংশ প্রতিফলিত করে। রুক্ষ ভূপৃষ্ঠ এবং গ্রহের স্থলভাগ দ্বারা শোষণের কারণে বেশিরভাগ গ্রহ আলো প্রতিফলন করতে পারে না। শুক্রের চাঁদ, শনির চাঁদ এনসেলাডাস এবং বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপা ছাড়া এর কোনো ব্যতিক্রম জানা নেই। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রথম এই ধরনের কোনো উজ্জ্বল গ্রহ তার নক্ষত্রের এত কাছে পাওয়া গেল।

প্রবল বর্ষণে হিমাচলে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, শোকজ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি

হিমাচল প্রদেশ ও নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার হিমাচল প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টির ফলে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি একটি টুইটবার্তায় শোকজ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু একটি টুইট বার্তায় লিখেছেন, হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বহু মানুষের মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।- ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তর ভারত জুড়ে, বিশেষত হিমাচলপ্রদেশে। উত্তাল বর্ষায় বিপর্যস্ত জনজীবন। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর নিশ্চিত করেছেন, এখনও পর্যন্ত আগস্টেই সেখানে নজিরবিহীন রেকর্ড বৃষ্টিপাত ঘটেছে! বিশেষত কাংড়া উপত্যকায়। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু ঘটেছে হিমাচলে! সোলানে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। সিমলায় একটি শিবমন্দির ভেঙে পড়ে মারা যান জনাতেরো। সিমলার ওই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে আরও ১৫ জনের মতো চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। মৃতের পরিবার ও বাকি দুর্গতদের সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক ভাবে জানিয়েছেন তিনি। অতি ভারী বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়েছে সিমলার এক শিবমন্দির। সোমবার সকালে সিমলার ওই মন্দির ভেঙে পড়ে। মন্দিরে চাপা পড়ে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়। এখনও ভিতরে কমপক্ষে ১৫ জন আটকে রয়েছেন বলে অনুমান। উদ্ধারকাজ চলছে। শ্রাবণ মাস চলছে। এর উপর সোমবার। তাই শিবের মাথায় জল ঢালতে সিমলার সামার হিলসের ওই শিবমন্দিরে ভিড় জমিয়েছিলেন ভক্তেরা। দুর্ঘটনার সময়ে কমপক্ষে ৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে মন্দিরটি। ভক্তেরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন। আগস্টের শুরু থেকেই রীতিমতো ভারী বৃষ্টি চলছে হিমাচলে। মেঘভাঙা বৃষ্টি নেমেছে সোলানে। সোলানের মামলিঘ গ্রামে জলের তোড়ে ভেসে এবং ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে সাত জনের। আহতদের উদ্ধার করা হয়েছে। বৃষ্টিতে বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। জলে ভেসে গিয়েছে গাড়ি। নষ্ট হয়ে গিয়েছে গোশালা। পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। হিমাচল জুড়ে ৪৫২টি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল- কলেজ স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ।

মেট্রো রেলে ‘দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস’ পালন

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ স্বাধীনতার সময় ভারত বিভাজনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কষ্টের কথা স্মরণ ও প্রদর্শনের জন্য আজ ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে মেট্রো রেল দ্বারা দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস পালন করা হয়েছে। দেশভাগে বেশ কিছু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয় এবং অনেকে প্রাণ হারায়। এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য ভারতীয়দের সামাজিক বিভাজন, বৈষম্য দূর করার এবং একতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানবিক ক্ষমতায়নের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। দেশভাগের ফলে ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল এবং ২ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল। ১৪ আগস্ট ২০২১-এ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে ১৪ আগস্টকে প্রতি বছর দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস হিসাবে স্মরণ করা হবে যাতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতীয়দের দুর্ভোগ এবং আত্মত্যাগের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা আজ ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে এই দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস পালন করেছে। শ্রী রবি প্রসাদ মুখার্জি, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নাতি, একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার এবং শিক্ষাবিদ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক এবং প্রধান প্রকৌশলী, শ্রী সৌমিত্র বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৩টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী চলে।

চন্দ্রযান-৩ চাঁদের এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছেছে

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছেছে চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রযান -৩ সোমবার চাঁদের চতুর্থ কক্ষপথে প্রবেশ করেছে । ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা - ইসরো ট্যুইট করে এই তথ্য জানিয়েছে। ইসরো ট্যুইট করে জানায়, চন্দ্রযান-৩ চাঁদের চতুর্থ বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। আজ, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এই কার্য সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তী অপারেশন করা হবে এই মাসের ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ। ইসরো সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রযান-৩ আগামী ২৩ আগস্ট চাঁদে পৌঁছোবে। চাঁদের মাটিতে সঠিকভাবে চন্দ্রযান-৩ পৌঁছোলে, আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পর ভারত হবে চতুর্থ দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ায় চাঁদে সফলভাবে অবতরণের আগে বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথম চিনের চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। ভারতে ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

আসানসোল ডিভিশনের সাবইন্সপেক্টর, আরপিএফ দ্বারা পুরস্কৃত

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ মিসেস শুভ্রা দে, সাব ইন্সপেক্টর বর্তমানে আরপিএফ আসানসোল (পশ্চিম) পোস্টে নিযুক্ত। ১৯৯৯ সালে রেল সুরক্ষা বাহিনীতে কনস্টেবল হিসাবে নিয়োগের পর থেকে তাকে একজন পরিশ্রমী, নিবেদিতপ্রাণ, আন্তরিক এবং গতিশীল অফিসার হিসাবে দেখা গেছে। তার কঠোর পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার কারণে তিনি পদে উন্নীত হন এবং ১৭.০৯.২০২০ এ এসআই হিসাবে উন্নীত হন। ১৫.১২.২২ তারিখে, আরপিএফ পোস্ট আসানসোল এবং সিআইবি আসানসোলের এসআই শুভ্রা দে-এর যৌথ চেকিংয়ের সময়, আসানসোল রেল স্টেশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং হলে ০৬ জন মহিলা এবং ০২ জন পুরুষ ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছিল। তাদের পোশাক এবং উপভাষা থেকে মনে হয় তারা বাংলাদেশের। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে তারা ১৫.১২.২০২২ সকালে ভারতে এসেছিল এবং উন্নত ভবিষ্যতের আশ্বাসে নূর রশিদ (দুইজন পুরুষ সদস্যের একজন) তাদের দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল। নূর রশিদের বেআইনি অভিবাসন এবং মানব পাচারের মামলা, তাদের সকলকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইসিজিআরপিএস আসানসোলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েলি। একটি মামলা নং ৪৯২২ তারিখ ১৫.১২.২০২২ উইএস ৩৬৫, ৩৬৬(ক), ৩৬৬(বি), ৩৭০আইপিসি এবং ১৪ বিদেশী আইন ১৯৪৬ জিআরপিএস আসানসোলে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মিডিয়া এবং পুলিশ কর্মীদের কাছেও এটি অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি ২০২২ সালে অপারেশন নানহে ফারিশতে এবং অপারেশন ডিগনিটির অধীনে যথাক্রমে ২৩ শিশু এবং ০৪ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছিলেন। মিসেস শুভ্রা দে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত পুরুষ যাত্রীদের দ্বারা অনুমোদিত ভ্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন যার ফলে ২০২২ সালে ইউএস ১৬২রেল আইনে ১৯৯৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং রেল মাদাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কমানো হয়েছিল। তিনি ডিভিশনের মহিলা আরপিএফ কর্মীদের বিশেষ করে আসানসোল পোস্ট করা মেরি সহেলির কাজে নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। তার অসামান্য এবং প্রশংসনীয় পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মিসেস শুভ্রা দে, সাব ইন্সপেক্টরকে ২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মেধাবী পরিষেবার জন্য ভারতীয় পুলিশ পদক পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। শ্রী পরমশিব, আইজি-কাম -প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, আরপিএফ, পূর্ব রেল মিসেস শুভ্রা দে-কে তার অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানান।

পরিকাঠামোগত কাজের জন্য ট্রেন বাতিল

মালিগাঁও, ১৪ আগস্ট ঃ ভুবনেশ্বর - মঞ্চেশ্বর এবং হরিদাসপুর - পূর্ব উপকূল রেলওয়ের ধানমন্ডল স্টেশনগুলি ৩য় লাইন চালু করার জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেন পরিষেবাগুলি চলবে নীচে উল্লিখিত হিসাবে বাতিল করা হবে.ট্রেন বাতিল ঃ ট্রেন নং ১২৫১৬ (শিলচর - কোয়েম্বাটোর জং.) এক্সপ্রেস ১৫ এবং ২২ আগস্ট যাত্রা শুরু করবে, বাতিল থাকা। ট্রেন নম্বর ২২৬১১ (চেন্নাই সেন্ট্রাল - নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস ১৬ এবং ২৩ আগস্ট যাত্রা শুরু করছে। **বাতিল থাকবে**- ট্রেন নং ১২৫০৯ (বেঙ্গালুরু ক্যান্ট - গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ১৬ থেকে ১৮ তারিখে যাত্রা শুরু করে, ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট বাতিল থাকবে। ট্রেন নম্বর ০৭০৪৭ (ডিব্রুগড় - সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১২৫০৮ (শিলচর-তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১২৫১৪ (গুয়াহাটি - সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১৫২২৭ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মুজাফফরপুর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৬৪৪ (কামাখ্যা - পুরী) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৯২৯ (তাম্বারাম - নতুন তিনসুকিয়া) ১৭ এবং ২৪ আগস্ট যাত্রা শুরু হওয়া এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ০৭০২৯ (আগরতলা - সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৬৩০ (শিলঘাট টাউন-তাম্বরম) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ২২৫০২ (নতুন তিনসুকিয়া - কেএসআর বেঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ২২৬১২ (নতুন জলপাইগুড়ি - চেন্নাই সেন্ট্রাল) ১৮ এবং ২৫ আগস্ট শুরু হওয়া এক্সপ্রেস যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১২৫১৩ (সেকেন্দ্রাবাদ - গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৬৪৩ (পুরী - কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ১৯ এবং ২৬ আগস্ট শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১২৫১০ (গুয়াহাটি - বেঙ্গালুরু ক্যান্ট।) এক্সপ্রেস ২০ থেকে ২২ তারিখে যাত্রা শুরু করে, ২৭ থেকে ২৯ আগস্ট বাতিল থাকবে। ট্রেন নং ১২৫১৫ (কোয়েম্বাটোর জং. - শিলচর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৬৪০ (কামাখ্যা - পুরী) এক্সপ্রেস শুরু হচ্ছে ২০ এবং ২৭ আগস্ট যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেন নম্বর ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ - আগরতলা) এক্সপ্রেস, ০৭০৪৬ (সেকেন্দ্রাবাদ - ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর। ১৫২২৮ (মুজাফফরপুর - SMVT বেঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৬২৯ (তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৯৩০ (নতুন তিনসুকিয়া - তাম্বারাম) এক্সপ্রেস ২১ এবং ২৮ আগস্ট যাত্রা শুরু করবে বাতিল থাকা। ট্রেন নং ১২৫০৩ (বেঙ্গালুরু ক্যান্ট - আগরতলা) এক্সপ্রেস ২২ এবং ২৫ আগস্ট যাত্রা শুরু করবে, বাতিল থাকা। ট্রেন নং ১২৫০৪ (আগরতলা - বেঙ্গালুরু ক্যান্ট) এক্সপ্রেস ২২ এবং ২৬ আগস্ট যাত্রা শুরু করবে। বাতিল থাকা ট্রেন নং ১২৫০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল - শিলচর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ১৫৬৩৯ (পুরী - কামাখ্যা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ২২৫০১ (KSR বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস ২২ এবং ২৯ আগস্ট বাতিল থাকবে।

লাদাখে সেনা পাঠাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

লাদাখ, ১৪ আগস্ট ঃ পূর্ব লাদাখে সেনা পাঠাল ভারত। কেন পাঠাল? দুই সদাবিবদমান দেশের মধ্যে কি নতুন করে তৈরি হয়েছে কোনও টেনশন? যুদ্ধ লাগল বলে? গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষ সামাল দেওয়ার জন্য প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দ্রুত সেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তাই সারা দেশ থেকে রাতারাতি ৬৮ হাজারেরও বেশি সেনা, ৯০টি ট্যাংক এবং অন্যান্য অর্থশাস্ত্র এয়ারলিফট্ করে পূর্ব লাদাখে নিয়ে গেল ভারতীয় বায়ু সেনা। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বেশ কয়েকটি স্কোয়াড্রন স্থাপন করা হয়েছে ওই এলাকায়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গালওয়ানের পরে আর ভুল করতে রাজি নয় ভারত।

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি Safin Rizwan, পুত্র Md Rijwan Ansari, ঠিকানা 28, S.B.M Road, Champdani, P.O.: Baidyabati, P.S.: Bhadreshwar, District: Hoogly, Pin Code: 712222 (W.B.), হুগলির চন্দননগর আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শপথবাক্যের মাধ্যমে আমার নাম পরিবর্তন করে Safin Rijwan রেখেছেন। এক্ষেত্রে, Safin Rizwan এবং Safin Rijwan একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি Md. Rizwan পুত্র Md Foudar Ansari, ঠিকানা 28, S.B.M Road, Champdani, P.O.: Baidyabati, P.S.: Bhadreshwar, District: Hoogly, Pin Code: 712222 (W.B.), হুগলির চন্দননগর আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শপথবাক্যের মাধ্যমে আমার নাম পরিবর্তন করে Md. Rijwan Ansari রেখেছেন। এক্ষেত্রে, Md. Rizwan Ansari এবং Md. Rijwan Ansari একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Mujibar Gazi (old name) S/O Golam Bari Gazi Presently residing at Kaikhali Mallick Para, Rajarhat Gopalpur, Airport 24 Pgs (N), 700 052 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mojiber Gazi, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. Mujibar Gazi and Mojiber Gazi all are same and identical persons.

Name Change

I, RAVI KUMAR AGARWAL(old name) S/O SURENDRA KUMAR AGARWAL Presently residing at 19, New Station Road, Bhadrakali, Hooghly-712232, WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAVI AGARWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. RAVI KUMAR AGARWAL and RAVI AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanatan Pakray (old name) S/O Haradhan Pakray Presently residing at Village and Post Rajibpur, North 24 Parganas- 743702, PS - Ashokenagar West Bengal India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sonatan Pakray, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. Sanatan Pakray and Sonatan Pakray all are same and identical persons.

Name Change

I, RIMPA OJHA(old name) W/O MRINAL KANTI OJHA Presently residing at 20/3, Jugi Para Road, Dum Dum, N 24 Pgs-700028 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RIMA BHATTACHARJEE OJHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. RIMPA OJHA and RIMA BHATTACHARJEE OJHA all are same and identical persons.

Name Change

I, SEKH RAHIL (old name) S/O SK ANSARUL Presently residing at Vill-Shakhamudi, PO- Mirgoda, PS-Ramnagar, Dist- East Medinipur, Pin-721446 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK RAHIL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. SEKH RAHIL and SK RAHIL both are same and one identical person.

Name Change

I, AAHIL(old name) S/O SK ANSARUL Presently residing at Vill-Shakhamudi, PO-Mirgoda, PS-Ramnagar, Dist-East Medinipur, Pin- 721446 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AAHIL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. AAHIL and SK AAHIL both are same and one identical person.

Name Change

I, JAYEETA MAJUMDAR (old name) W/O Prasenjeet Mukherjee Presently residing at Dream Excellency Flat No 6D, Block-2, Kalipark, Rajarhat Gopalpur (M), PO-Rajarhat Gopalpur, Dist-North 24 Parganas-700136 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAYEETA MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. JAYEETA MAJUMDAR and JAYEETA MUKHERJEE all are same and identical persons.

Name Change

I, PRONOB ROY (old name) S/O BHARAT CHANDRA ROY Presently residing at Tinna Hathat Colony, PO-Tinna, PS- Pandua, Dist- Hooghly Rural, Pin-712149 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRANAB ROY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. PRONOB ROY and PRANAB ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, FAHIMA FIRDUSH(old name) D/O SHAIKH FIRDOUSH Presently residing at Station Para, Nalpur Sankrail, Howrah- 711310 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FAHIMA FIRDOUSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. FAHIMA FIRDUSH and FAHIMA FIRDOUSH both are same and one identical person.

Name Change

I, SHIKH FIRDUSH(old name) S/O SK GOLAM RASUL Presently residing at Station Para, Nalpur Sankrail, Howrah- 711310 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIKH FIRDOUSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. SHIKH FIRDUSH and SHAIKH FIRDOUSH both are same and one identical person.

Name Change

I, Sangita Das (old name) W/O Somnath Das Presently residing at 140, Bosepukur Road, Po, Tiljala, Kolkata -700039 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sangita Das Karmakar, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. Sangita Das Karmakar and Sangita Das all are same and identical persons.

Name Change

I, SURJYA SARATHI SEN (old name) S/O Late Samir Prasad Sen Presently residing at 19/922, Vasundhara Apartment, Raja S.C. Mallick Road, Baghajatin, Kolkata-700086 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SURJYA SEN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. SURJYA SARATHI SEN and SURJYA SEN all are same and identical persons.

টেণ্ডার

Name Change

I, SAMARES MAJUMDAR (old name) S/O KANAILAL MAJUMDAR Presently residing at Vill-Munui, PO-Sonamukhi, Dist- Bankura, Pin-722207, WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMARESH MAJUMDAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. SAMARES MAJUMDAR and SAMARESH MAJUMDAR all are same and identical persons.

Name Change

I, SHAIKH NOOR HASAN (old name) S/O Sk Soleman Presently residing at Boral Natun Hat Tanti Para, PO-Bonohooghly, South 24 Parganas - 700103 West Bengal India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK NOOR HOSSAIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. SHAIKH NOOR HASAN and SK NOOR HOSSAIN all are same and identical persons.

Name Change

I, KSHITISH CHANDRA(old name) S/O KHIROJH CHANDRA SEAL Presently residing at 121, B.T. Road, Blue Pearl Apartment, Block-A, Flat-3B, Floor-3 rd , PS-Baranagar, North 24 Parganas, Pin-700108 West Bengal, India, have changed myname to (shall henceforth be known as) KSHITISH CHANDRA SEAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. KSHITISH CHANDRA and KSHITISH CHANDRA SEAL both are same and one identical person.

Name Change

I, MITHU DAS (old name) D/O Shankar Das Presently residing at Salt Lake Sector-2, B K bLock SOS Children Village, Kolkata – 700091 West Bengal India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ISHA DAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 14/08/2023. MITHU DAS and ISHA DAS all are same and identical persons.

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake Kolkata- 700091
website- www.rkwire.com Email Id- info@rkwire.com
CIN: L17233WB1983PLC036948

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. in Lacs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Audited	Quarter ended 30.06.2022 Unaudited	Year ended 31.03.23 Audited
1	Total income from operations (net)	2,434.96	1,080.34	1,773.79	7,719.48
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/ year*(before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	178.42	38.72	84.98	492.31
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax*(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	178.42	36.68	84.98	492.27
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	133.51	8.58	63.59	363.93
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	133.51	8.58	63.59	363.93
6	Equity Share Capital	74.98	74.98	74.98	74.98
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic :	17.81	1.14	8.48	48.54
	Diluted :	17.81	1.14	8.48	48.54

Notes :
1. The above financial results for the quarter ende June 30, 2023 have been reviewed by the Audit committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2023. This financial results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind As) notified under section 133 of the Companies Act' 2013 (The Act) read with companies (Indian Accounting Standards) rules 2015 and other recognized accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in single segment viz. manufacturing and trading Wire and Wire products.
3. Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors
Binod Kumar Bagaria
(DIN-00484802)
Director

Place : Kolkata
Date : 14.08.2023

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED

CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2023

(₹ in Lakh)

Sl No	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Three Months Ended			Year Ended	Three Months Ended			Year Ended
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	4190	4837	5325	20835	4266	4883	5588	21502
2	NET PROFIT FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	1820	1103	696	3748	1773	1141	721	3718
3	NET PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	1820	1103	696	3748	1773	1141	721	3718
4	NET PROFIT FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	1461	768	678	2935	1411	787	698	2872
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	2453	99	(247)	2729	2403	(183)	(227)	2365
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	634	647	675	647	634	647	675	647
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	22333	NA	NA	NA	20851
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)								
	BASIC	2.28	1.14	1.00	4.37	2.21	1.17	1.03	4.28
	DILUTED	2.28	1.14	1.00	4.37	2.21	1.17	1.03	4.28

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Kolkata
Dated : 14.08.2023

R. K. Dabriwala
(Managing Director)

HALDER VENTURE LIMITED

CIN:L74210WB1982PLC035117
Registered Office :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023

(₹ in Lakh)

Sl No	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Revenue from Operations	1,523.20	2,295.02	418.58	3,180.87	1,365.46	15,879.73	10,067.86	36,484.15
2	Earning Before Interest, Depreciation & tax (EBIDTA)	58.53	143.99	53.36	137.36	708.71	494.66	727.56	1,992.62
3	Profit/ (Loss) before Tax	11.54	120.09	50.06	76.29	204.55	25.29	522.62	799.23
4	Net Profit/ (Loss) for the Period	4.93	86.68	33.10	54.81	98.39	17.93	353.97	592.75
5	Cash Profit (PAT+Depreciation)	9.00	91.13	36.40	69.91	219.28	145.54	417.89	955.12
6	Total Comprehensive income attributable to the owners of the company	4.93	86.68	33.10	54.81	98.39	17.93	353.97	592.75
7	Paid - up Equity Share Capital (Face Value - Re 10 per Share)	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07
8	Earnings per Share (of Re 10/- each) (not Annualised):								
	(a) Basic	0.16	2.74	1.05	1.73	3.11	0.57	11.20	18.75
	(b) Diluted	0.16	2.74	1.05	1.73	3.11	0.57	11.20	18.75
	© Cash	0.03	0.29	0.12	0.22	0.69	0.46	1.32	3.02

Notes:
1 The Unaudited Financial results for the quarter ended on 30th June, 2023 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th August, 2023.
2 Figures of previous year has been regrouped wherever necessary.
3 During the qtr ended 30th June 2023 and the corresponding previous quarter/year, the Company has operated only in one geographical segment. Hence segment reporting not given.
4 Information on Standalone figures for the Quarter ended 30th June,2023.

Place : Kolkata
Dated : 14.08.2023

For and on behalf of the Board
Keshab Kumar Halder
Managing Director

ফের থমকাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ আগস্ট ঃ দেশের প্রধানমন্ত্রীর গর্বের ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এটা তাঁর স্বপ্নের ট্রেনও বলা যেতে পারে। আর সেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দীর্ঘক্ষণ থমকে রইল ধূপগুড়ির পরের স্টেশন কলাই গ্রামে। সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সেটাই কলাই গ্রামে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ট্রেনে থাকা যাত্রীরা। তবে সবাই সাক্ষী থাকল দীর্ঘক্ষণ আটকে রয়েছে ভারতীয় রেলের উচ্চগতিসম্পন্ন ট্রেনটি। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গেছে এই ট্রেন আজ যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে এমন ঘটতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারেননি। এদিন নির্দিষ্ট সময়েই ছেড়েছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে। সেটি যাচ্ছিল গুয়াহাটিতে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর অনেক আগেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ব্রেকিং সিস্টেমেই সমস্যা দেখা দেয় বলে খবর। সোমবার সকাল ৭টায় কলাই গ্রাম স্টেশন পার করার কথা ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের। কিন্তু সেটা ঘটেনি। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কলাই গ্রাম রেলগেটের কাছে তা থমকে যায়। এই নিয়ে হইচই শুরু হতেই খবর যায় রেলের কাছে। তখন সেখানে ছুটে আসেন রেলের অফিসাররা। তারপর যান্ত্রিক গোলযোগ সারিয়ে ট্রেনটিকে ছাড়ার চেষ্টা করেন। এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায়। আর নানা গুজবও রটে যায়। গুয়াহাটিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মাঝপথে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন ওই এলাকার বাসিন্দারাও। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ার জেরে দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ থাকে রেলগেট। আর তার জেরেই সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা দেখা দেয় বলে খবর। আজ সকালে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সিডিউল অনুযায়ী, ৬টা ৫৬ মিনিটে ট্রেনটি এনজিপি থেকে ধূপগুড়ি হয়ে গুয়াহাটি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকাল ৯টা পর্যন্ত কলাই গ্রাম এবং ধূপগুড়ি স্টেশনের মাঝে থমকে যায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তার জেরে অনেকটাই দেরিতে চলছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস-সহ একাধিক প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভুগতে হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের। পরে অবশ্য ঠিক হওয়ায় ট্রেনটি ওখান থেকে ছেড়েছে বলে খবর। তবে ছাড়ার আগে ট্রেনটিকে আবারও ভাল করে পরীক্ষা করা হয়েছে। তারপরেই গুয়াহাটি রওনা দেয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

১০ তম কন্যাশ্রী দিবস পালন করল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিং, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপকারিতা সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

নাবালিকা পাচারে যুক্ত থাকায় বিহার থেকে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ আগস্ট ঃ শিলিগুড়িতে নাবালিকা পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত। ধৃতের নাম মহম্মদ সলমান। তাকে বিহারের দ্বারভাঙা থেকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানা। গত ১১ আগস্ট নাবালিকা পাচারের অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার করা হয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রীকে। পাশাপাশি পাচারের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানা। অভিযোগ, চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই নাবালিকাকে দিল্লীতে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। শিলিগুড়ি জংশন জিআরপিতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হতেই প্রথমে মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও সাহেদা আনসারি নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই নাবালিকাকে এনজেপি থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় আরও তিন মহিলাকে। ধৃতদের নাম সুহানা আনসারি, জারিনা বেগম ও জয়গুন নিশা আনসারি। জয়গুন নিশা আনসারি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে কর্মরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী বলে জানা যায়। ১২ আগস্ট ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে সুহানা আনসারিকে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। এরপর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সুহানা জানায়, নাবালিকাদের নিয়ে তাঁর মহম্মদ সলমানের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে মহম্মদ সলমান দুই নাবালিকাকে দিল্লিতে নিয়ে যেত। তবে তাঁর আগেই গোটা ঘটনার পর্দা ফাঁস হয়। এরপর তদন্তে নেমে ঘটনায় ষষ্ঠ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। আজ ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে জংশন জিআরপি।

জল্পেশ মন্দিরের ভক্তদের আহার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ আগস্ট ঃ সুদূর তিস্তা নদী থেকে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে মন্দিরে এসে জল ঢালেন বাবার মাথায়। সেই সময়টা উপোশ থাকেন ভক্তরা। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে সোমবার সকাল থেকে আহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব। সোমবার সকাল ছয়টা থেকেই বিশাল আয়োজন করেন তারা। খিচুড়ি সহ পুরি-সবজির আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই পরিষেবা দেন তারা। জানা যায় প্রায় সাত থেকে আট হাজার ভক্ত এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির জনগন। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়কে ভালোবেসে একটি সংগঠন তৈরি হয়। যার নাম রাখার রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব। সেই নাম সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই খুবই পরিচিত। এবার সেই কৃত্রিম সংগঠনের তরফে এই আয়োজন করা হয় বলে জানা যায়। যাকে নিয়ে এই সংগঠন সেই রামমোহন রায়কে এদিনের কর্মসূচিতে পেয়ে খুবই খুশি বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। এই বিষয়ে আয়োজক কমিটির এক সদস্য সুদীপ রায় বলেন, রামমোহন রায় তথা আমাদের দাদকে যারা ভালোবাসি তারা সকলে মিলে রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব তৈরি করেছি। তার তরফ থেকেই আমাদের আজকের এই আয়োজন। আজ প্রায় প্রচুর ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে। সর্বোপরি, রামমোহন দাদাকে আমাদের সাথে আজকের কর্মসূচিতে পেয়ে আমরা অনেকটা গর্বিত এবং আনন্দিত। এই বিষয়ে সমাজসেবী রামমোহন রায় বলেন, আমাকে যারা ভালোবাসেন বা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন তারা সকলে মিলে একটি গ্রুপ তৈরি করেছে। তাদের এই উদ্যোগ। গতকাল রাত থেকেই আজ দুপুর পর্যন্ত পরিষেবা দিচ্ছি।

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.

রেজি অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৫,
ফোন ঃ ০৩৩ ৪৪৫০ ০৫০০,
E-mail:khatodinv@gmail.com; Website:www.khatodinv.com
CIN:L65993WB1990PLC084695

সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২২	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৪১০.১৯	০.০৭	৮২২.২৩
২.	মোট লাভ মেয়াদে (পূর্বে কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	-১১.৫৫	-৬.০৯	-২৭.৪৬
৩.	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	-১১.৫৫	-৬.০৯	-২৭.৪৬
৪.	মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	-১১.৫৫	-৬.০৯	-২৮.৯৭
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (লাভ / ক্ষতি সংযুক্ত) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬৩৫.৫২	-৪২১.৩	-১১৪৬.১০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) মূল	-০.৩৮	-০.২০	-০.৯৬
	মিশ্র	-০.৩৮	-০.২০	-০.৯৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) মূল	-০.৩৮	-০.২০	-০.৯৬
	মিশ্র	-০.৩৮	-০.২০	-০.৯৬

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। উল্লেখিত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ১৪ আগস্ট, ২০২৩। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.khatodinv.com.

বোর্ডের তরফে
স্বা /- মনীশা পিঞ্চা
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN: 07143031

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৩

BFM INDUSTRIES LIMITED

রেজি অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৫,
ফোন ঃ ৯১০০৭০৭৭০৪১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
Email id: bfmiltd@gmail.com; Website: www.bfmind.com
CIN:L65993WB1918PLC000947

সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২২	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২৩
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৪.৮২	৪.৪০	১৭.৬৭
২.	মোট লাভ মেয়াদে (পূর্বে কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমে)	১.৩৩	০.৯৯	১.৭৩
৩.	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১.৩৩	০.৯৯	১.৭৩
৪.	মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	১.৩৩	০.৯৯	১.৪০
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (লাভ / ক্ষতি সংযুক্ত) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬৮৭.৮০	(২০৯.৯৯)	১৯১.৯৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) মূল	০.৪৫	০.৩৩	৪.৪৩
	মিশ্র	০.৪৫	০.৩৩	৪.৪৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) মূল	০.৪৫	০.৩৩	৪.৪৩
	মিশ্র	০.৪৫	০.৩৩	৪.৪৩

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫।
বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bfmind.com)

বোর্ডের তরফে
স্বা /- সুশীল কুমার বাহ্নিয়া
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN:00555169

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৩

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড

CIN : L63090WB1968PLC027309
রেজি. অফিস ঃ ১৪ ফ্লোর, স্যুইট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং. +৯১-২২-৬৭৭৪০৬৭৭ E-mail : info@prclimited.co.in, Webite : www.prclimited.co.in

স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ
বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৭৮০৩	৭৪৫৬.৯১	৮০৩২.৭৮	২৯,৪৮৩.৭৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	৩২১.৯৯	৬৫৭.৪১	৩৪৯.২০	১৩১০.৮৪
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারনআইটেমে)	৩২১.৯৯	৬৫৭.৪১	৩৪৯.২০	১৩১০.৮৪
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	২৩৭.৩৭	১৮৬.১৩	২৫৪.৮৯	৬৩৫.১৭
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২৪৪.৮৭	২২৭.৫৬	২৫৪.৮৯	৬৭৬.৬০
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ারে)	১০৪২.৫০	১০৪২.৫০	৫২১.২৫	১০৪২.৫০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	২.৩৫	২.১৮	৪.৮৯	৬.৪৯

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে।
২) উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপ বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ যা প্রেরণ করা হয়েছে সিএসই লি.-তে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫। উল্লেখিত ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.prclimited.co.in।

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
বিজয় কুমার গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00798748

তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

Mathew Easow Research Securities Ltd.

Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 Email : mers.ltd@gmail.com , Website : www.mersl.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (₹. in Lacs)

Sl. no.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	62.93	60.59	65.17	247.20
2	Net Profit /(Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	2.26	1.73	2.77	6.37
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax(after exceptional and / or extraordinary items)	2.26	1.73	2.77	6.37
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after exceptional and / or extraordinary items)	1.69	1.06	2.02	4.45
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.69	1.06	2.02	4.45
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Other Equity	-	-	-	738.51
8	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinuing operations): Basic (₹)	0.03	0.02	0.03	0.07
	Diluted (₹)	0.03	0.02	0.03	0.07

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016 .It has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on August, 14, 2023.The statutory Auditors have carried out a limited review of these results for the quarter ended June, 2023.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The figures of the quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the financial year 2022-23 and the published year to date figures upto December 31, 2022.
4. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
5. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Whole Time Director
(DIN -00080175)

Place : Kolkata
Date : 14.08.2023

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 (Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Revenue From Operations				
	(a) Interest Income	23.93	23.35	11.98	61.45
	Total Revenue From Operations	23.93	23.35	11.98	61.45
2	Other Income	3.13	0.54	0.01	64.06
3	Total Income	27.06	23.89	11.99	125.51
4	Expenses				
	(a) Finance Costs	0.24	0.18	0.17	1.36
	(b) Purchase of Stock In Trade	6.00	-	-	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(6.17)	(2.68)	-	(11.84)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.69	1.67	1.66	7.11
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.08	2.10	2.06	8.45
	(f) Other Expenses	5.06	7.81	3.86	20.93
	Total Expenses	8.90	9.08	7.74	35.01
5	Profit / (Loss) before tax (3-4)	18.16	14.81	4.25	90.50
6	Tax Expenses				
	1) Current tax	-	7.45	-	7.45
	2) Deferred Tax	-	(3.07)	-	(3.07)
	Total Tax Expenses	-	4.38	-	4.38
7	Profit/(Loss) for the period (5-6)	18.16	10.43	4.25	86.12
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
9	Total Comprehensive Income (7-8)	18.16	10.43	4.25	86.12
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F. V Rs.10/- each) (not annualised)				
	1) Basic	1.27	0.73	0.30	6.04
	2) Diluted	1.27	0.73	0.30	6.04

Notes :
1 The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2023. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2 The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3 Provision for Income Tax & deferred tax will be accounted for at the end of the financial year.
4 No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5 The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the results for the quarter ended June 30, 2023.
6 Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
7 As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
8 The figures for quarter ended 31st March 2023 represents the balance between audited financial in respect of the full financial year and those published till the third quarter of the respective financial year.
9 Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Rishabh Jain
Managing Director
DIN : 06663369

Place : Kolkata
Date : 11.08.2023

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN : L51900WB2005PLC101305
Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2023
[In terms of Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

(IN ₹ Lakhs except Equity and EPS)

Sl No	Particulars	STANDALONE Quarter ending 30.06.2023	Year to date figures/previous year ending 30.06.2022	Correspon. 3 months in previous year 30.06.2022
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(4.14)	(4.14)	(4.30)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(4.14)	(4.14)	(4.30)
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(4.14)	(4.14)	(4.30)
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4.14)	(4.14)	(4.30)
6	Equity Share Capital	99.600	99.600	99.600
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	186.218		
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic :	(0.42)	(0.42)	(0.43)
	2. Diluted :	(0.42)	(0.42)	(0.00)

Notes :
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) #- Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind -AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/- Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Date : 14.08.2023

CITATION

In The Court of the Ld. Civil Judge (Senior Division), Dakshin Dinajpur at Balurghat
Misc Case No-05/2022 (Succession)

1.Dulku Hemram, aged about 60 years, W/O-Lt. Sunil Baskey, 2.Laxmi Hasda, aged about 34 years, W/O-Lt. Seven Baskey, 3.Minor Jayeta Baskey, aged about 13 years, D/o-Lt. Seven Baskey, Represented by her mother namely Laxmi Hasda i.e. your petitioner No-2, all of Vill- Barsha Para, P.O & P.S-Patiram, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733133, Mobile No-9883942669

……………………….Petitioners

WHEREAS the above named petitioners have made a petition for granting succession certificate in respect of the following schedule of money left by deceased Seven Baskey, S/O-Lt. Sunil Baskey, of Vill-Barsha Para, P.O & PS-Patiram, Dist-Dakshin Dinajpur, in favour of them.

Therefore, if anybody will have any objection against the said petition, he/she is directed to appear before this Ld. Court in person or by advocate or by duly authorized person on the 11 day of October 2023, at 10.00 A.M for filling written objection along with supported documents against the said petition, if any, failing which the said petition will be heard according to law.

Schedule of Property

1. One LICI Policy vide No-455443685 amounting of Rs. 3,07,000.00/- (approximate) lying with LICI Balurghat Branch, P.O & P.S-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, 733101 in the name of deceased Seven Baskey.
2. Service Benefits: Gratuity amounting Rs. 3,67,092.00/-, Leave Encashment amounting Rs. 2,64,274.00/-, General Provident Fund amount Rs. 2,08,554.00/- and Medical Benevolent Fund amounting Rs. 7700.00/- lying with Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, P.O-Pundibari, Dist-Coochbehar, West Bengal, 736165 in the name of deceased Seven Baskey.

Given under my hand and seal of the court of this 11 th day of August 2023.

By Order
Sujit Dhar Ray
Sherestadar
Civil Judge (Sr. Divn.)
Balurghat, Dakshin Dinajpur

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE SNIT No.-EE/MID/SNIT-04/2023-24

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **17/08/2023 & Time up to 05.00 PM.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং কম/পার্ক/এইচডব্লুএইচ/আরভিএন/ওএইচ/২৩ তারিখ ১১.০৮.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

(HWH-210/2023-24)

[illegible] www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata-700069 Tel:033-30288506, E-mail-investors.pronto@gmail.com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.06.23 (Unaudited)	Previous Quarter ended 31.03.23 (Audited)	Correspon. Quarter in previous year ended 30.06.22 (Unaudited)	previous year ended 31.03.23 (Audited)
Total income from Operations(net)	2.25	1.85	1.83	8.21
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(0.11)	(1.91)	(0.14)	(3.40)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(0.11)	(1.91)	(0.14)	(3.40)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(0.11)	(1.91)	(0.14)	(1.57)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.11)	(1.91)	(0.14)	(1.57)
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
Basic	(0.045)	(0.798)	(0.057)	(0.655)
Diluted	(0.045)	(0.798)	(0.057)	(0.655)

Note: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE) and Company website i.e. www.pisl.in."(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Whole-Time Director
DIN: 02515173

Place : Kolkata
Date : 14.08.2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/14/23-24/R
Name of work : **Improvement of passage from flimsy road to cement concrete road at 48, R.N.C. Road in Ward No. 56;** Estimated cost : ₹ **3,41,301.39 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,900.00;** Period of completion : **45 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/22/23-24/B
Name of work : **Relaying and painting of kerb and channel near Bechulal Road and different places (Bustee Portion) in Ward No. 56;** Estimated cost : ₹ **2,05,456.47 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,200.00;** Period of completion : **45 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/17/23-24/B
Name of work : **Supplying, Fitting and fixing pit covers at different places of bustee areas in Ward No. 56;** Estimated cost : ₹ **2,83,334.29 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,700.00;** Period of completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.08.2023 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3);** Tender will be opened on : **26.08.2023 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3);** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2023 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/IX/074/032/2023-2024
Name of work : **Maintenance of toilets and allied works within Borough Office premises at 11, Belvedere Road in Ward No. 74;** Estimated Amount : ₹ **2,80,073.00 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **120 Days;** Last date and time of submission of bid : **26.08.2023 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **28.08.2023 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/025/23-24
Name of work : **Maint. of road by laying hot mix at Jadav Ghosh Road bye lanes near Pre. No. 80/6 in Ward No. 126;** Estimated cost : ₹ **4,52,214.22 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **30 Days;** Last date and time of submission of bid : **26.08.2023 - 12 Noon;** Tender will be opened on : **28.08.2023 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIII/115/10/23-24/BS (1st Call)
Name of work : **Maint. of Chandar Village Rd. and N.P. Rd. slum area by C.C. pavement near Pr. No. 35/2 and 394 in Ward No. 115;** Work Value : ₹ **2,21,017.29;** Earnest Money : ₹ **4,500.00;** Period of completion : **40 Days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/116/015/23-24/C (1st Call)
Name of work : **Maintenance of road with C.C. pavement / Hot-mix works at bye lane of R.B. Road near Pr. No. 316, 316/4A etc. in Ward No. 116;** Work Value : ₹ **2,46,437.91;** Earnest Money : ₹ **5,000.00;** Period of completion : **21 Days;** Last date of submission of bid : **26.08.2023 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2);** Tender will be opened on : **28.08.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2);** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/127/005/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. passage at Banerjee Para bye lane Pre. no. 97/5, 86/4 in Ward No. 127;** Estimated Cost : ₹ **2,59,034.81 (Incld. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **5,200.00;** Period of completion : **21 Days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/131/03/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Improvement of concrete passage at the slum area of Shanti Pally near Pr. Nos. 10/2, 10/5, 10/6, 10/9 etc. in Ward No.131;** Estimated cost : ₹ **2,87,252.79 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,800.00;** Period of completion : **30 Days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/128/012/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of road by laying thorough hot mix at L.N. Motilal Road bye lane near Malir Math Rickshaw Stand in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **3,51,738.51;** Earnest Money : ₹ **7,100.00;** Period of completion : **21 Days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/128/011/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Repairing / Restoration of concrete pavement at HO Chiminh Nagar bye lane near Pr. No. 3B & 516B in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **2,82,392.32;** Earnest Money : ₹ **5,700.00;** Period of completion : **21 Days.**

(5) NIT No. : KMC/XIV/128/007/23-24/BS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of drainage system at B. B. Sengupta Road bye lane (Slum Area) near Pr. No. 39/1 in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **2,92,958.50;** Earnest Money : ₹ **5,900.00;** Period of completion : **21 Days.**

(6) NIT No. : KMC/XIV/128/008/23-24/BS (1st Call)
Name of work : **Repairing of the sanitary latrine at different places of Vidyasagar Colony B. C. Road bye lane slum area etc. in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **2,70,290.39;** Earnest Money : ₹ **5,500.00;** Period of completion : **30 Days.**

(7) NIT No. : KMC/XIV/128/004/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Construction of UG sewer line at Basudevpur bye lane near Pr. no. 99/B and 99/C in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **3,37,141.58;** Earnest Money : ₹ **6,800.00;** Period of completion : **21 Days.**

(8) NIT No. : KMC/XIV/128/003/23-24/PARK (1st Call)
Name of work : **Operation & regular maintenance by manual at different KMC Park in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **4,96,755.88;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **365 Days;** Last date of submission of bid : **26.08.2023 upto 11 am (For Sl. No. 1 to 8);** Tender will be opened on : **28.08.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 to 8);** The bid forms and other details are available on and from **17.08.2023 at (from 5 pm) (For Sl. No. 1), 18.08.2023 at (from 5 pm) (For Sl. No. 2 to 8)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/08/2023-2024/R
Name of work : **Maintenance of sewer line by providing SICP, C.P., S.W. pipe etc. at 5, S.R. Das Road, 24, Janak Road etc. in Ward No. 087;** Estimated cost : ₹ **2,99,673.50 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/12/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of paver block & I.P.S. footpaths near 26, 61/B, 70 Raja Basanta Roy Rd., 131/A, 165A S.P. Mukherjee Rd. etc. in Ward No. 087 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear;** Estimated cost : ₹ **4,47,273.76 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **9,000.00;** Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 1 & 2);** Last date and time of submission of bid : **28.08.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2);** Date of opening of tender : **31.08.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2);** The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** 579/23-24

লিগে কষ্টার্জিত জয়, শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের ত্রাতা পিভি বিষ্ণু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ ময়দানের তথাকথিত কিছু ছোট দল রয়েছে। পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবও তাই। এই দলগুলির ক্ষেত্রে একটা বিষয় দেখা যায়, তিন প্রধানের বিরুদ্ধে মরিয়া পারফর্ম করে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তেমনই অনবদ্য পারফরম্যান্স করল পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। ক'দিন আগেই কলকাতা ডার্বি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে ছিল জুনিয়র দলেরও। পরিস্থিতি খুবই কঠিন ছিল ইস্টবেঙ্গলের জন্য। ম্যাচের ১৫ মিনিটে এগিয়ে থেকেও ২-১ ব্যবধানে কষ্টার্জিত জয় লাল-হলুদের। ময়দানের পরিচিত নাম প্রশান্ত চক্রবর্তী। কয়েক ম্যাচ আগেই পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ বারের কলকাতা লিগেই ইস্টার্ন রেলে কোচিং করিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারের পর তাঁর দলের প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে ম্যাচ ছাড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল তাঁর। পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে ইস্টবেঙ্গলকে কড়া চ্যালেঞ্জ দেন ময়দানের পোড় খাওয়া কোচ। কিন্তু বড় দলের পরিচয়, শেষ মুহূর্ত অবধি স্নায়ুর চাপ ধরে রাখা। ইস্টবেঙ্গল সেটাই করল। প্রথমার্ধে অভিষেক কুঞ্জমের গোলে ১-০ এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে অনবদ্য গোলে সমতা ফেরান জগমীত সিং। এরপর শুধুই গোলের খোঁজে মরিয়া দেখাল দু-দলকে। একটা সময় অবধি মনে হচ্ছিল, লিগে আরও একটা ড্র হবে ইস্টবেঙ্গলের। শেষ দিকে গোলের মুখ খুলল। পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন সঞ্জীব ঘোষ ও পিভি বিষ্ণু। ইস্টবেঙ্গলের ত্রাতা হয়ে দাঁড়াল এই জুটিই। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে বক্সের বাঁ দিকে ফ্রিকিক পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যদিও তা কাজে লাগানো যায়নি। পরের মিনিটেই অনবদ্য গোল বিষ্ণুর। প্রতিপক্ষ বক্সে বল নিয়ে ঢোকেন সঞ্জীব ঘোষ। ডিফেন্সের ভিড়ে সঞ্জীবের বাড়ানো বল। বল রিসিভ করেই বিষ্ণুর টার্ন। পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের ডিফেন্ডাররা সেই টার্ন বুঝে উঠতে পারেননি। এরপর গোল করা ছিল শুধুই অপেক্ষা। গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বিষ্ণু। ১০ মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। তাতে অবশ্যই স্কোরলাইনে আর কোনও বদল হয়নি।

'ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ হার ভারতের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করবে'

ফ্লোরিডা, ১৪ আগস্টঃ আমেরিকা থেকে টি-২০ ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরতে পারছে না হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন মেন ইন ব্লু। টিম ইন্ডিয়াকে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের এই সিরিজে হার টিমের ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করবে বলে মনে করছেন প্রাক্তন পাক তারকা ক্রিকেটার সলমন বাট। সামনে ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সফর। সেখানে ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে মেন ইন ব্লু। কিন্তু এরপর রয়েছে এশিয়া কাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। সলমন বাট মনে করছেন, ভারতের সামনের টুর্নামেন্টগুলোর ফর্ম্যাট বদলে গেলেও ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা যাবে। আর কী কী বলেন সলমন বাট? রোভম্যান পাওয়েলের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হেরেছিল ভারত। এরপরের দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জেতেন হার্দিক পান্ডিয়ারা। যার

ফলে সিরিজের ভাগ্য নির্ধারিত হয় পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে। আর সেখানে ৮ উইকেটে জিতে টি-২০ ট্রফি হাতে তুলে নেন নিকোলাস পুরানরা। সিরিজ হেরে ভারত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া জানিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে হার ভালো। সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। যদিও প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার সলমন বাট কিন্তু বলছেন অন্য কথা। পাক তারকা সলমন নিজের ইউটিউব শো-তে বলেন, ''প্রতিপক্ষ কারা কিংবা কোন ফর্ম্যাটের ম্যাচ সেটা বড় কথা নয়। যারা জেতে, তারা পরের চ্যালেঞ্জের জন্য আত্মবিশ্বাস পায়। তেমনই এই হার ভারতের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করবে। সাক্ষাৎকারের সময় সেটা দেখা না গেলেও, ওদের শরীরী ভাষায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যাবে।'' সলমন জানান, ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা এই টি-২০ সিরিজে নিজেদের পারফরম্যান্স সেই অর্থে তুলে ধরতে পারেনি। তিনি বলেন, ''অনেকেই বলবেন যে এটা একটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল, এবং ভারতের বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ভারতীয় টিমে এমনটা হয়। এটা প্রথম বার নয় যে ভারত তরুণ দল কোনও সফরে পাঠাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমটাও বেশ বড়। তাই ভারতের পক্ষে ওদের হারানো খুব কঠিন ছিল।''

এশিয়া কাপে রাহুল, শ্রেয়সের ফেরার আভাস দিলেন দ্রাবিড়

ফ্লোরিডা, ১৪ আগস্টঃ চোটের কারণে দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে শ্রেয়স আয়ার এবং লোকেশ রাহুল। আইপিএলে খেলতে পারেননি শ্রেয়স। রাহুলের চোট লাগে আইপিএল খেলতে গিয়েই। তাঁরা এশিয়া কাপে ফিরতে পারেন বলে আভাস দিলেন রাহুল দ্রাবিড়। রাহুল এবং শ্রেয়স ছাড়াও চোট ছিল যশপ্রীত বুমরার। তিনি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে ফিরছেন। অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে। ১৮ আগস্ট থেকে শুরু হবে সেই সিরিজ। এশিয়া কাপের দলেও রাখা হতে পারে তাঁকে। দ্রাবিড় বলেন, ''চোট সারিয়ে কিছু ক্রিকেটার দলে ফিরবে। এশিয়া কাপে সুযোগ দেওয়া হবে তাদের। ২৩ আগস্ট থেকে আমাদের ক্যাম্প শুরু হবে। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এক সপ্তাহের ক্যাম্প হবে এশিয়া কাপের আগে। সেই সময় চোট থেকে ফেরা ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়া হবে।'' দ্রাবিড়ের আগে বিরাট জানিয়েছিলেন যে, এশিয়া কাপের প্রস্তুতি ২৩ আগস্ট থেকে শুরু হবে। মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বার হওয়ার সময় এক ভক্ত কাহলির কাছে যান। তাঁর কাছে নিজস্বীর আবদার করেন। তাঁকে কোহলি বলেন, ''২৩ তারিখ জাতীয় শিবিরের জন্য বেঙ্গালুরু যাব। তখন ছবি তুলব।'' সে কথা শুনে সেই ভক্ত রাজি হয়ে যান। কোহলির কথা থেকে পরিষ্কার, ২৩ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে যাচ্ছেন তিনি। সেখানে এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় শিবিরে যোগ দেবেন ক্রিকেটারেরা। সেখান থেকেই শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা হবেন তাঁরা। ২ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম খেলা। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

'দেখিয়ে দেব বাংলাদেশ কতটা ভালো দল', আত্মবিশ্বাসী সাকিব

ঢাকা, ১৪ আগস্টঃ সবেমাত্র এশিয়া কাপ ও ওডিআই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন টাইগারদের নয়া ওডিআই ক্যাপ্টেন। চার বছরের অপেক্ষার পর আরও একটি ওডিআই বিশ্বকাপ শিয়রে। এই চার বছরে বাংলাদেশ ক্রিকেট কতটা এগিয়েছে তা ক্রিকেট বিশ্বকে বুঝিয়ে দিতে তৈরি তাঁরা। বলছেন বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান। তামিম ইকবালের নেতৃত্ব ছাড়ার পর ওডিআইতে নেতৃত্ব গিয়েছে সাকিবের কাঁধে। দলকে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর কাছে নতুন বিষয় নয়। তবে এশিয়া কাপ বা ওডিআই বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়াটা বড় চ্যালেঞ্জের। সাকিব তা সামলাতে প্রস্তুত। কারণ নেতৃত্ব তাঁর কাছে নতুন নয়। পাশাপাশি নিজের দলকে নিয়ে বিস্তর আশাবাদী তিনি। সারা বিশ্বকে তার প্রমাণ দেবেন অক্টোবর-

নভেম্বর মাসে ভারতের মাটিতে। বর্তমানে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে গল টাইটানস এর হয়ে খেলছেন সাকিব আল হাসান। ম্যাচের ফাঁকে সঞ্চালকের প্রশ্নের উত্তরে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাকিব বলেন, ''নেতৃত্ব আমার কাছে নতুন নয়। তবে দলের কাছে অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ। গত চার বছরের মধ্যে আমরা দল হিসেবে কতটা উন্নতি করেছি সেটা দেখানোর। এবারের বিশ্বকাপে ভালো পারফরম্যান্স করার সুযোগ আছে।'' ওডিআই ফরম্যাটে বাংলাদেশ ভালো টিম হলেও নেতৃত্ব নিয়ে গত একমাস ধরে যে নাটক চলেছে তার প্রভাব পড়বে বইকি। বিশ্বকাপের মাত্র দু'মাস আগে নেতৃত্ব বদলে গেলে যে কোনও টিম বিপাকে পরে যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা হবে না বলেই আশা সমর্থকদের। কারণ সাকিবের ওডিআইতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভালোরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বাংলাদেশের হয়ে ৫০টি ওডিআইতে অধিনায়কত্ব করেছেন সাকিব আল হাসান। ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি।

এক বছর পর বাইশ গজে, প্রথম ওভারেই উইকেট নিলেন প্রসিধ

বেঙ্গালুরু, ১৪ আগস্টঃ গতবছর জিম্বাবোয়ে সফরে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ। তারপর থেকে বাইশ গজ থেকে দূরে ছিলেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছিল। বিসিসিআই তাঁর ফিটনেস আপডেট দিয়ে জানায় বোলিং শুরু করেছেন প্রসিধ। করতে নেমে ছন্দ খুঁজে পেতে দেরি লাগল না তাঁর। মাত্র তিন বল খেলেই সাফল্য পেলেন। ম্যাচটি ছিল মাইশোর ওয়ারিয়র্স এবং হুবলি টাইগার্সের মধ্যে। মাইশোরের হয়ে বল করতে নেমে প্রসিধ প্রথম ওভারের তৃতীয় বলেই উইকেট নিলেন। ২ ওভার বল করে ১৩ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নেন

আয়ারল্যান্ড সফরে তাঁকে রেখে দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। এশিয়া কাপ ও ওডিআই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আয়ারল্যান্ড সফরে প্রসিধকে সফল দেখতে চাইছে বোর্ড। তবে চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে কামব্যাক করার আগেই 'ট্রেলার' দেখালেন প্রসিধ। আয়ারল্যান্ড সফরের প্রস্তুতি হিসেবে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার আয়োজিত টি ২০ টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেই চমকে দিলেন। কীভাবে? একবছর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার জন্য প্রসিধ বেছে নিয়েছেন কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত মহারাজা টি ২০ ট্রফি। এতদিনের বিরতি সত্ত্বেও বোলিং তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে প্রসিধের বোলিং দেখে স্বস্তিতে ভারতীয় সমর্থকরা। গতবছর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে কোমরে চোট পেয়েছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণ। গত ২১ জুলাই বিসিসিআই জানায়, বোলিং শুরু করেছেন প্রসিধ। একমাস হওয়ার আগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট কামব্যাক করে ফেললেন। এ বার আয়ারল্যান্ড সফরে প্রসিধের পারফরম্যান্স দেখার অপেক্ষা। ১৫ আগস্ট আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতীয় দল। সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রীত বুমরা। প্রসিধের মতো তাঁরও এটা কামব্যাক সিরিজ।

সালাহর হতাশা বুঝতে পারছেন লিভারপুল কোচ

গত ছয় মরসুমে যা হয়নি, এবার সেই অভিজ্ঞতাই হলো মোহামেদ সালাহর। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম রাউন্ডে পারলেন না গোল করতে। ম্যাচের শেষ পর্যন্ত থাকতেও পারলেন না মাঠে। মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার সময় বিরক্তি লুকাননি তিনি। সালাহর সেই হতাশার কারণ বুঝতে পারছেন বলে জানালেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। তবে লিভাপুল কোচ এটিও বললেন, এই ফরোয়ার্ডকে ওই সময় তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তও ঠিক ছিল।

লিভারপুল, ১৪ আগস্টঃ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম রাউন্ডে টানা সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ডে অ্যালান শিয়েরার, ওয়েইন রুনি ও ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের সঙ্গী সালাহ। এবার তার সুযোগ ছিল রেকর্ডটি একার করে নেওয়ার। কিন্তু লিভারপুলের এই তারকা তা পারেননি। চেলসির মাঠে রবিবার মরসুম শুরুর ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করে লিভারপুল। গোল না পাওয়া সালাহকে ৭৭ মিনিটে তুলে নেন ক্লপ। কোচের সেই সিদ্ধান্ত যে ভালো লাগেনি, তা সালাহর শরীরী ভাষা দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেছে। তবে তার এই

আচরণে আপত্তির কিছু দেখছেন না ক্লপ। ম্যাচ শেষে কোচ বললেন, দলের প্রয়োজনের তাগিদেই এই ফরোয়ার্ডকে তুলে নেন তিনি। ''তার (সালাহ) সঙ্গে আমার এখনও কথা হয়নি এটা নিয়ে। এই ম্যাচে সে গোল করতে পারলে রেকর্ড হতো না কি হাবিজাবি, এসব আমি জানতাম না। তার হতাশা আমি বুঝতে পারছি। তবে আমি তো গোটা দলের ম্যানেজার। দলের কথা ভাবতে হয়। ওই মুহূর্তে তরতাজা একজনকে মাঠে প্রয়োজন ছিল আমাদের। এটাই যৌক্তিক ছিল তখন। ম্যাচটি সবার জন্যই তীব্রতায় ভরপুর ছিল। এই মুহূর্তে এটুকুই বলতে পারি। তার যে আচরণ ছিল, তাতে কোনো সমস্যা নেই।'' ম্যাচের অষ্টাদশ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াস। ৩৭তম মিনিটে চেলসিকে সমতায় ফেরান আক্সেল দিসাসি। এরপর ম্যাচে আক্রমণ অনেক হলেও গোল পায়নি কোনো দলই। শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও লিগের শুরুতে কঠিন প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে একটি পয়েন্ট নিয়ে ফেরায় মোটামুটি খুশিই লিভারপুল কোচ। এক পয়েন্ট পাওয়ায় আপত্তি নেই। খেলার শুরুটা আমরা দারুণ করেছিলাম, ''এটা আমার ভালো লেগেছে। সবকিছুই প্রস্তুত ছিল, আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এরপর চেলসির জন্য আমরা দুয়ার খুলে দেই, দু-একটি পরিস্থিতিতে বলের দখল হারাই, যেটা অপ্রয়োজনীয় ছিল। পরে চেলসি ভালো খেলতে শুরু করে। আমাদেরকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। এই ম্যাচে অনেক কিছুই আমার পছন্দ হয়েছে, কিছু ব্যাপার আবার ভালো লাগেনি। তবে কঠিন একটি জায়গায় মরসুমের প্রথম ম্যাচ, এটিকে আমি ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি।''

ড্রয়ের পর রেফারিকে ধুয়ে দিলেন বার্সা কোচ জাভি

মাদ্রিদ, ১৪ আগস্টঃ গেতাফের মাঠে রবিবার ড্র করে লা লিগায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করে বার্সেলোনা। যদিও সুযোগ বেশ কিছু পেয়েছিল লিগ চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি তাদের ফরোয়ার্ডরা। বারবার ফাউলে ম্যাচের স্বাভাবিক গতও বাধাগ্রস্থ হয় বারবার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রাফিনিয়া। ৫৭তম মিনিটে গেতাফের হাইমে মাতা লাল কার্ড দেখলে দুই দলই নেমে আসে ১০ জনে। রেফারির সঙ্গে তর্ক করার জন্য ৭১তম মিনিটে লাল কার্ড দেখানো হয় জাভিকে। ম্যাচ শেষে বার্সেলোনা কোচ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রেফারিং নিয়ে। নিজের লাল কার্ড নিয়ে তার আপত্তি আছে তো বটেই, তবে তিনি বেশি ক্ষুব্ধ এত বেশি ফাউল ধরা নিয়ে। ''রেফারিই সবকিছু এতটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এটাই সত্যি কথা। আমি তাকে বললাম যে, 'আপনি খুব বেশি ফাউল ধরছেন', এজন্য তিনি আমাকে মাঠ থেকে বের করে দিলেন! আমার লাল কার্ড কোনো ব্যাপার নয়, কঠিন একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমরা সম্ভব সবকিছুই চেষ্টা করেছি। কিন্তু মাত্র এক পয়েন্ট পেয়েছি, যা যথেষ্ট নয়। খুবই হতাশার এটি। আরও হতাশার ব্যাপার যে, সে (রেফারি) ২০ মিনিট অতিরিক্ত খেলিয়েছে। আমরা নিজেদের হাস্যকর হিসেবে উপস্থাপন করছি। খুবই অদ্ভুত...।'' ম্যাচের শেষ দিকে যোগ করা সময়ে রোনাল্দ আরাউহোকে ফাউল করায় পেনাল্টি পেতে পারত বার্সেলোনা। কিন্তু ভিএআর দেখে বিল্ড-আপে 'হ্যান্ডবল' দেখতে পান রেফারি। তবে জাভি সরাসরিই বলেন, ''আমার চোখে কোনো হ্যান্ডবল ধরা পড়েনি। তারা বলেছিলেন, পরিষ্কার হ্যান্ডবল ছাড়া তারা বাঁশি বাজাবেন না...।'' লিগ শুরুর আগে যা আলোচনা হয়েছে, রেফারি তা অনুসরণ করেননি বলেই অভিযোগ করলেন জাভি। লা লিগার ভাবমূর্তি ও পরিচিতির জন্যও এসব ক্ষতিকর বলে মনে করেন বার্সেলোনার এই কিংবদন্তি। ''ক'দিন আগে রেফারিদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক ছিল এবং সেখানে কথা হয়েছিল যে, এবার প্রথম যে পরিবর্তনগুলো তারা আনবেন, এর মধ্যে একটি হবে কোচদেরকে আরও বেশি বুঝতে পারা। কারণ, খেলার সময় কোচরা খুবই টেনশনে ও চাপে থাকেন। রেফারিদের সঙ্গে

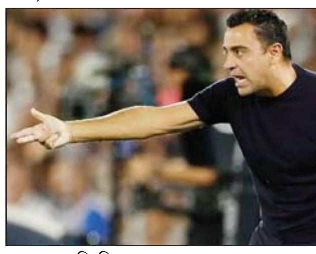

সেই সভা আমার পছন্দ হয়নি, আজকে যা হয়েছে, তাও পছন্দ হয়নি। এজন্যই লোকে ফুটবল দেখতে চায় না এখন। আজকে যা হয়েছে, এটি কোনো ম্যাচ ছিল না। যা হয়েছে, তা (ফুটবলের জন্য) অপমানজনক। রেফারিই এটি হতে দিয়েছেন, আর কানো কারণ নেই। তারা অনেক বেশি ধরছেন (ফাউল)। লা লিগাকে আমরা আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই ও ছড়িয়ে দিতে চাই, কিন্তু সেখানে এরকম হলে তা কানো কাজের কিছু নয়।'' ২০১৯ সালের পর লা লিগায় গেতাফের মাঠে জিততে ও গোল করতে পারেনি বার্সেলোনা। এই সময়ে তিনটি ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য সমতায়, একটিতে হেরেছে তারা ১-০ গোলে।

'আল হিলাল থেকে এক পা দূরে নেইমার'

রিয়াধ, ১৪ আগস্টঃ নেইমারের তাহলে একটা গতি হলো! দলবদলের বাজারের বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানোর একটি টুইট অন্তত সেটাই বলে। শনিবার করা ইতালিয়ান এই সাংবাদিকের টুইটটি ছিল এ রকম, 'আল হিলাল নেইমার জুনিয়রের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবটা বিশাল অঙ্কের।' রোমানোর এই টুইটের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের আরএমসি স্পোর্তের সাংবাদিক জানিয়েছেন, 'নেইমার সৌদি আরবের দলের সঙ্গে চুক্তি করা থেকে আর মাত্র এক ধাপ দূরে।' রোমানো এরপর আরেকটি টুইট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আলোচনা চলছে। অফিশিয়াল কাগজপত্র নেইমারের আলোচকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নেইমার ও আল হিলালের পরের ধাপের আলোচনা শুরু হয়েছে।' নেইমার পিএসজিতে আর থাকতে চান না-এমন গুঞ্জন শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু লুইস এনরিকে কোচ হয়ে আসার পর তা থেমে যায়। ধারণা করা হচ্ছিল, বার্সেলোনার প্রাক্তন কোচকে পেয়ে নেইমার তাঁর প্যারিস ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে আর ভাবছেন না। কিন্তু পিএসজির প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির এশিয়া সফর থেকে ফিরে নেইমার আনুষ্ঠানিকভাবে

ক্লাবকে জানিয়ে দেন, তিনি আর থাকতে চান না। একই সঙ্গে তিনি বার্সেলোনায় ফেরার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। ২০১৭ সালে ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে বার্সেলোনা ছেড়েই পিএসজিতে নাম লিখিয়েছেন সান্তোসের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড নেইমার। নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার ইচ্ছার কথা শুনে দলটির কোচ জাভি হার্নান্দেজ খুব একটা উৎসাহ তো দেখানইনি, উল্টো বলে দিয়েছিলেন-তাঁর পরিকল্পনায় আপাতত নেই নেইমার। এরপর গুঞ্জন ওঠে নেইমারের চেলসিতে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু চেলসির নতুন কোচ মরিসিও পচেত্তিনোও এই বিষয়ে ইতিবাচক নন। এর মধ্যেই আবার খবর আসে, পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস ও কোচ এনিরেক নেইমারকে জানিয়ে দিয়েছেন-তাঁদের ২০২৩-২৪ মরসুমের পরিকল্পনা থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে বাদ দিয়েছেন। আলোচনা যখন এই গতিতে এগোচ্ছিল, নেইমারের বার্সায় ফেরার সম্ভাবনা ফের উঁকি দেয়। শোনা যাচ্ছিল আর্থিক সংকটের কারণে ক্লাবটি নেইমারকে এই মুহূর্তে সরাসরি পিএসজির কাছ থেকে কিনতে পারছে না। কিন্তু তিনি যদি সৌদি আরবের কোনো ক্লাবে যান, সেখান থেকে ধারের চুক্তিতে তাঁকে দলে টানবে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি। এমনও খবর আসে যে নেইমারের সঙ্গে বেতন নিয়েও কথা হয়েছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষের। বছরে তাঁকে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার দিতে রাজি হয়েছে বার্সেলোনা। যেটা পিএসজিতে তাঁর এখনকার বেতনের চেয়ে প্রায় চার গুণ কম। নেইমার নাকি এতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যেই এসেছে আল হিলালের প্রস্তাব। তবে আল হিলাল ঠিক কী অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে, সেটা এখনো জানা যায়নি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত নেইমারের গন্তব্য কী!

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501